শ্রীশ্রীব্রজগোপালো

জয়তি।

কৃষ্ণলীলারসোদয় গ্রন্থঃ ॥

শ্রীগুরুদেবের বন্দনা।

ত্রিপদী। জয় বৃন্দাবনচন্দ্র, শ্রীগুরুচরণদ্বন্দ্ব, চিদানন্দ পীযূষ আকর। স্বভক্ত চকোরচয়, প্রেমানন্দ রসোদয়, করুণানিলয় পরাৎপর॥ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ প্রায়, ব্যাপ্ত যিনি সমুদায় তাঁর পদ লোকে দেখাইতে। দিয়ে ভক্তি জ্ঞানাঞ্জন, করি চক্ষু উন্মীলন, মহিমা প্রকাশে পৃথিবীতে॥ নিজ পদনখরল, শশীজ্যোৎস্না নিরমল, বিস্তারিয়া সেই নেত্রপথে। সংসারতিমিরঘন, ক্ষণে করি নিবারণ, সঙ্কটে উদ্ধার সুদুর্গতে॥ আমি অতি অভাজন, তব করুণা ভাজন, হইব কি ভজন বিহীন। মম চিত্ত ব্যোমতলে, মহামোহ মেঘদলে, আবৃত রয়েছে চিরদিন॥ বাসনা কুবায়ু তায়, হয়ে নীরদ সহায়, অনুক্ষণ যোগ দেয় তাতে। যদি কভু হয় ছিন্ন, তবু নহে ভিন্ন২ সমীরণ আনুকূল্য তাতে॥ বিজ্ঞান পীযূষ কর, তাহে রুদ্ধ নিরন্তর, মুক্তি সুধা না হয় বিস্তার। বিষয় প্রখর ভানু, জ্বলিছে যেন কৃশানু, ভোগ তৃষ্ণা না যায় নিবার॥ ও হে করুণানিধান, অধীনের কি বিধান, এখন হইবে বল নাথ। এঘোর যাতনা আর, কত সবো বার২, এই বার কর দৃষ্টিপাত॥ তোমা বিনা দয়াময় কে আছে হে এসময়, বিনাশিতে এ বিপদজাল। স্বদাসে হেরি আকুল, হও প্রভু অনুকূল আর নাহি সহে এজঞ্জাল॥ প্রকাশিয়ে নিজদয়া, রাখ দিয়ে পদছায়া, ঘুচাও এ মায়ার বন্ধন। তোমাভিন্ন কে আমার, আছে বল কৃপাধার, তব দাস এশ্রীনারায়ণ॥

শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা।

ত্রিপদী। জয় শ্রীব্রজগোপাল, যশোদা নন্দদুলাল, গোপীজন বল্লভ সুধীর। ব্রহ্ম সুখ অনুভূতি, বিজ্ঞানন্দ মূরতি, সদাগতি মহিমা গভীর॥ নবীন নীরদশ্যাম, অশেষ মাধুর্য্যধাম, সুবিশুদ্ধ সত্ত্ব সমাশ্রয়। ভুবনমোহন সাজে, যোগির হৃদয় মাঝে, বিরাজিত চিদানন্দময়॥ অগণিত গুণগণ, কে তব করে গণন, সার্ব্বজ্ঞ সুজ্ঞতা এক স্থানে। অশেষ আননে শেষ, কহিতে না পারে শেষ, বিশেষ মহিমা কেবা জানে॥ স্বরূপতঃ যে অনন্ত, তার কে করিবে অন্ত, এ কান্ত ঈশ্বর পরাৎপর। বিশ্বসৃষ্টি আদিকালে, অচিন্ত্য স্বশক্তি জালে ক্ষুব্ধ করি মায়ারে সত্বর॥ মহত্তত্ত্ব আদিগণ, যে করয়ে নিয়মন, হইয়া পুরুষ অবতার। শুইয়া কারণ নীরে, নিজ নাভি সরোবরে, প্রকাশি পঙ্কজ বিশ্বাধার॥ তাহে ব্রহ্মরূপ ধরি, আপনি সৃজিলা হরি, চরাচর জগত সকল। বিষ্ণুরূপে ত্রিভুবন, নিজেই কর পালন, হররূপে হরো ভূমণ্ডল॥ রবিচন্দ্র আদি সব, বিশ্ব তব অবয়ব, অদ্বিতীয় তুমি ভগবান। সৃষ্টি স্থিতি পরিণাম, ক্রিয়ার অনন্য ধাম, তুমি নাথ স্বশক্তি নিধান॥ তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল, তুমি সকলের মূল, বন্ধ মোক্ষহেতু তুমি হরি। যেজন যেরূপে ভাবে, তুমি তাহারে সে ভাবে, অনুকূল হও নরহরি॥ মহদাদি এ ব্রহ্মাণ্ড, তোমার ক্রীড়নভাণ্ড, অখণ্ড ঐশ্বর্য্য হয় তব। জপ যজ্ঞ যোগ আদি, অশেষ সাধন বিধি, সাধ্য কি হে তোমার বৈভব॥ কহে বেদবাদিগণে, ভক্তি বিনা ও চরণে, মুক্তি নাহি হয় কোন কালে। ভক্তি তব প্রসাদিনী, অজ্ঞান তমোনাশিনী, জ্ঞানপ্রদায়িনী শাস্ত্রে বলে॥ রজস্তমোনিষ্ঠ যারা, তাহাতে বিমুখ তারা, হয় সারা সংসার সাগরে। বিষয় কুরসপানে, সুখ বলি মনে মানে, সদা মত্ত অভিমান ভরে॥ ভবার্ণব ভয়ঙ্কর, তরঙ্গেতে নিরন্তর, উন্মগ্ন নিমগ্ন ক্ষণেং। কখন ঊর্দ্ধেতে ধায়, কদাপি নিরয়ে যায়, স্বস্থতা না পায় তারা মনে॥ তব ভক্তি আছে যার, মুক্তি তার কোন

ছার, ভবাম্বুধি বৎসপদ সম। আপন ভজন বলে, পূজ্য করে ভূ
মণ্ডলে, কৃতাঞ্জলি করে যারে যম॥ আমি অতি মূঢ়াশয়, ভব
ভক্তি লেশোদয়, নাহি কভু এপাপ মানসে। ভাবি তাই মনে, হ
উত্তীর্ণ হব কেমনে, অকূল সঙ্কট কি সাহসে॥ আছয়ে উদ্ধন
সার, চরণেতে যে তোমার, শরণ লয়েছে কভু বলে। তার নাহি
রাখ ভয়, এ তোমার বাক্যচয়, অন্যথা না হয় কোনস্থলে॥ যদ্যপি
আমি কুমতি, তথাপি তুমি হে গতি, শ্রীপতি হে লয়েছি শরণ।
মনেতে জেনেছি সার, দয়া করি এই বার, না ত্যজিবে এ শ্রীন
রায়ণ॥

শ্রীরাধিকার বন্দনা।

ত্রিপদী॥ জয় রাধা বিনোদিনী, শ্রীকৃষ্ণ মনোমোহিনী, পরাখ্যা
শক্তিরূপিণী দেবী। সর্ব্ব লক্ষ্মীগণ সখী, মুগ্ধ যাহে সুরজয়ী, সদা
তব প্রীতিসুধা সেবি॥ যদি হয় সুধাকর, মসী রাখিতে আকর, সুধা
ময় হয় নিজে মসী॥ চন্দ্রিকা তুলিকা হয়, পত্র যদি স্বচ্ছোদয়, করি বি
ধি যত্ন করে বসি॥ বিশ্বরচন বুদ্ধিতে, চাহে চিত্র বিরচিতে, তবু তব
পদ নখ সম। কভু না হয় ঘটন, কেমনে তাহা বর্ণন, করিবে কে হে
অবিক্রম॥ যে তোমার গুণগণ, স্মর মথন বদন, নর্ত্তন ভবনে নৃত্য
করে। অদ্ভুত তব মাধুর্য্য, হেরিয়া যাহার ধৈর্য্য, ধৈর্য্য নাহি ধরে গি
রিধরে॥ কিবা তব লোকোত্তর, নাহি হয় মহত্তর, মুরহর ভাবিনী,
রাধিকে। এদীনে করুণালবে, হের যদি হয় তবে, তাহাও অতুল্য
বিশ্বাধিকে॥ বেদ ত্রয় সিদ্ধ কর্ম্ম, সাংখ্যযোগ আদি ধর্ম্ম, অনুষ্ঠান
করি কে কোথায়। তব করুণা বিহনে, তপ সমাধি সাধনে, ব্রজেন্দ্রন
ন্দনে না কি পায়॥ তুমি ভক্তি স্বরূপিণী, হ্লাদিনী সাররূপিণী, কৃষ্ণ
আকর্ষিণী শাস্ত্রে বলে। তব কৃপা যারে হয়, ব্রহ্মানন্দ সে কি লয়,
ভাসে প্রেম আনন্দ হিল্লোলে॥ অষ্টসিদ্ধি সঙ্গে করি, শিরে কৃতা
ঞ্জলি ধরি, মুক্তি তার পাছে২ ধায়। হয়ে তার বশীভূত, কৃষ্ণ
নহে হৃদিচ্যুত, দেহ সঙ্গে প্রতিচ্ছায়া প্রায়॥ অতএব কৃষ্ণ প্রিয়ে,

কহি তোমারে বিনয়ে, কিঞ্চিৎ করুণা কর দীনে। কুবিষয় বিষ পানে, দগ্ধ হইতেছি প্রাণে, কৃপানেত্রে হের এঅধীনে॥ আমি মূঢ়মতি অতি, অবিজ্ঞান নিজ গতি, ভক্তি স্তুতি হীন অভাজন। যদি আপনার গুণে, হের স্বকর্ম্ম বিগুণে, তবে বাঁচে এশ্রীনারায়ণ॥

অথ ভূমিকা॥

ত্রিপদী॥ বিখ্যাত সমাজ মাঝ, মনুজলোকে বিরাজ, বনয়ারি নাবাদ নগর। তাহে জগদিন্দ্র নাম, নরপতি পুণ্যধাম, মহামতি প্রকৃতি সুন্দর॥ ধীর ধর্ম্মশীল ধন্য, বদান্য রাজন্য গণ্য, পুণ্যমান্য এমহীম গুলে। নৃপকীর্ত্তি শশধর, প্রকাশিয়ে চরাচর, সন্তাপ নাশিল স্বংশুবলে॥ যাচক চকোরগণে, বিত্ত সদা বিতরণে, সন্তোষ যে বিবিধ প্রকারে। বিপক্ষ ভূপতি বৃন্দ, প্রিয়ামুখ অরবিন্দ, নত করে করুণ সঞ্চারে॥ নৃপকীর্ত্তি সুধাকর, বিনা বিশ্বচরাচর, নিরন্তর ছিল তমোময়। তাহে অন্য নৃপ ততি, স্বকীর্ত্তি খদ্যোত জ্যোতি, প্রকাশিতে ছিল যত্নাশয়॥ হেনকালে কীর্ত্তিশশী, প্রকাশে বিশ্ব নভসি, হেরি নৃপ খদ্যোত নিকায়। এপাভারে স্বরাবান, রাখিতে আপন মান, মৌনরক্ষে লুকায় স্বকায়॥ সে নির্ম্মল সুধারাশি, হেরিয়া গগণ বাসি, শশী সদা সমতা লাগিয়া। কলারূপে প্রতিদিন, পূর্ণ তাহে কলঙ্কীন, মূর্খের কি সুখ প্রাণে জিয়া॥ নৃপবৈরি হর্ম্মোপরে, যদি নব তৃণ ধরে, তাহা দেখি হয়ে লুব্ধ মন। কলঙ্ক কুরঙ্গ খসি, সে হর্ম্ম্য শিখরে বসি, সেই তৃণ করয়ে ভোজন॥ তবে সে শশাঙ্ক সনে, প্রবিজ্ঞ প্রকরগণে, কথঞ্চিৎ প্রকারে তাহার। দিতে শক্ত উপমান, নতুবা কি তার মান, ভাসমান হবে ব্যবহার॥ সে নৃপ নিদেশ মতে, নানাবিধ সুভাষাতে, নবরসে নবীন রচনা। বনয়ারি লীলামৃত, নামে গ্রন্থ সুললিত, যাহে পদ্য দুর্ঘট ঘটনা॥ শ্রীদোল গোবিন্দ নাম, চট্টরাজ গুণধাম, নানা ছন্দে করিলা বর্ণন। সেই গ্রন্থ অনুসারে, রচনা বিশেষ মোরে, করিতে কহিল বন্ধুজন॥ কবি নাহি

কি করিব, কি কহিতে কি কহিব, কেমনে হইবে সমাধান। না হয় মন উল্লাস, ভাবি ভব্য উপহাস, কি হইবে ইহার বিধান॥ কিন্তু এ ভরসা আছে, সুজন জনের কাছে, পরিহাস পরিহাস নয়। যদি হয় উপহাস্য, প্রবীণের পরিহাস, তাহাতেও স্বার্থ সার্থ হয়॥ মম মনে আকিঞ্চন, ভুলিতে সুজনগণ, তাতে যদি সে সবার কাছে। হয় কোন উপহাস, অধিক মন উল্লাস, তাহাতেও এদীনের আছে॥ উন্মত্ত প্রলাপ বাণী, সজ্জনে সন্তোষে জানি, তাই মানি আপন অন্তরে। কৃষ্ণলীলা রসোদয়, রচিতে মানস হয়, যথাসাধ্য পদ্য অনুসারে॥ দহড়ান গ্রামে ধাম, শ্রীব্রজগোবিন্দ নাম, চক্রবর্তী রাজ গুণ রত্নাকর। বরজ তাঁর নন্দন, এদীন শ্রীনারায়ণ, সবে করপুট নিবেদন॥

অথ গ্রন্থারম্ভঃ॥

ত্রিপদী॥ গোকুল বিখ্যাত পুর, সকল সৌন্দর্য্য পূর, সুমধুর মধুপুর মাঝে। বিজয়ি বৈকুণ্ঠধাম, ধাম অতি অভিরাম, অবিরাম ভূতলে বিরাজে॥ চিন্ময় নির্ম্মল স্থল, সুনির্দিষ্ট সুখস্থল, শতদল দল জল জিতি। যত চারুতার সার, অপার সৌষ্ঠব তার, সংসার আধার যার পতি॥ ভূলোকে গোলোক প্রায়, ত্রিলোক আলোক তায়, স্বর্লোকে প্রাপক নাম যার। একোন বিধির বিধি, বিধি নহে নিরবধি, অনবধি মহিমা বিস্তার॥ অসমা সুষমা সমা, সমভাবে শত্রুসমা, সমাধি বিধানে সমাধান। বর্ণিবারে বর্ণ যার, সুবর্ণ বিবর্ণ যার, বর্ণ রূপ স্বরূপে সংস্থান॥ তাহে নরপতি ততি, গণ্য মান্য মহামতি, নন্দ ইতি ভূপতি প্রধান। সুশীল সদা নবান, গাম্ভীর্য্য ধৈর্য্য নিধান, বীর্য্যবান শ্রীমান ধীমান॥ অদ্ভূত বৈভব যার, তুলনা কি দিব তার, তার সম কে আর ত্রিলোকে। পরম সৌভগ্যবান, নিজে যার ভগবান, উপানহ বহিলা মস্তকে॥ তাহার তনুজ ছলে, নাশিতে দনুজ দলে, স্বয়ম্ভু মানস পূর্ণ হেতু। বিশেষে রাধার ধার, সুধিবারে ভূভার, অবনী আইলা বিশ্ব সেতু॥ বাল্যাদিক বয়োবশে,

বহুবিধ লীলারসে, অনায়াসে ডুবিল সংসার। কহিতে সেসব কথা, যেবা ধরে পঞ্চমাথা, মাথা ব্যথা সতত তাহার॥ আমি তাহে মূঢ়মতি, নাহিক সে পদে রতি, গতিহীন পিশুন পামর। তথাপি বাসনা হয়, কহি কিছু গুণোদয়, এই অপরাধ সুবিস্তর॥ কি করিব শক্তি হীন, হয়ে অতি দীন হীন, নিবেদন সাধুর চরণে। অধীন শ্রীনারায়ণে, হের অরুণ নয়নে, অকিঞ্চনে করুণা বিধানে॥

অথ প্রভাতসময়ে গোপালগণের নন্দালয়ে প্রবেশ॥

পয়ার॥ জয়২ জগবন্ধু জগত জীবন। যোগেশ জগদারাধ্য রাধিকারমণ॥ কৃপা কর কৃপাসিন্ধু কুমতি কৃপণে। অগতি পামর মতি ভজনবিহীনে॥ এবে কহি শুন সবে হয়ে একমন। অপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণ কথা কর্ণরসায়ণ॥ গোকুলে গোকুলপতি ভূপতি প্রধান। রাজন্য দাক্ষিণ্য গণ্য মান্য মতিমান॥ নরেশ মহিষী শ্রীযশোদা যশস্বিনী। বৃন্দারক বৃন্দ বন্দনীয়ানন্দ খনি॥ তাঁহার তনয়রূপে ত্রিদশ ঈশ্বর। বৃষভানু সুতাসঙ্গে রঙ্গে সুবিস্তর॥ যে যে লীলা প্রকাশিলা প্রভু ভগবান। সংক্ষেপে কহিব কিছু কর অবধান। একদা ক্ষণদাশেষে সন্তোষে শ্রীহরি॥ শয়নে আছেন মণি পালঙ্ক উপরি॥ হেন কালে যাবতীয় গোপালের গণ। ক্রমে২ নন্দালয়ে করে আগমন॥ শ্রীদাম সুদাম দাম কিঙ্কিনী সুবল। দেবপ্রস্থ ভদ্রসেন গোভট উজ্জ্বল॥ শ্রীমধুমঙ্গল বটুপ্রভৃতি বিস্তর। গোষ্ঠ গমনা সবে প্রমোদ অন্তর॥ সাজিয়া বনের সাজ সকলে সুন্দর। কেহবা লগুড় করে কেহ শৃঙ্গধর॥ কারোবা উষ্ণীষ শিরে কাহারো মুকুট। কেহবা কুসুম করে কেহবা সম্পুট॥ কেহ কত রঙ্গরস রভসে বিভোর। কেহ বারুণীর রসে অলসে অঘোর॥ বিনাইয়া বীণারবে কেহ করে গান। মিলায়ে ললিত রাগে দিব্য তাল মান॥ কেহ চলে সচঞ্চল চরণবিন্যাসে। কেহ মগ্ন পরস্পর পরিহাসরসে॥ মধুপানে মত্ত অতি অরুণ নয়ন। প্রমত্ত বারণ জিনি মন্থর গমন॥

নীলাম্বর পরিধান পৃথু কটিতটে। উদিত শুভ্রাংশু যেন জলদ নি কটে ॥ এক কর্ণে বিলম্বিত রতনকুণ্ডল। পদভরে টলং করে ধরা তল ॥ সমবয়া সখা অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া। চলেছেন বিধুমুখে সুমৃদু হাসিয়া ॥ ক্ষণেং শৃঙ্গরব করেন গভীর। শুনিয়া পুলকে পূর্ণ যতেক আভীর ॥ হারেরে কানায়ে বলো ডাকেন সঘনে। সে রবে জাগিছে সব ব্রজবাসিগণে ॥ এইরূপে যাবতীয় গোপালের গণ। পরম হরিষে করে হরির চেতন ॥ কৃষ্ণলীলা রসোদয় সুধাসিন্ধু সার। কহিছে শ্রীনারায়ণ এক বিন্দু তার ॥

অথ গোপালগণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের জাগরণবিষয়ে যত্ন ও প্রভাত বর্ণন ॥

ত্রিপদী ॥ উঠ ইন্দ্র নীলমণি, গত শুণমণি গণি, যামিনী কামিনী, মান হরি। সুধাকর কর লয়ে, অস্তগিরি উপেখিয়ে, প্রবেশিতে চাহে সিন্ধু বারি ॥ হেরি তারে অকরুণ, উঠে তরুণ অরুণ, উদয় অচল শৃঙ্গদেশে। তাহে পূর্ব্বদিগ ভাগে, রঞ্জিল উদয় রাগে, সে রাগে বিরাগে সে বিশেষে ॥ নিশিতে নবীন বধূ, বিভরে অধর মধু, সদা নিধুবনেতে কাতরা। যামিনী বিনাশ আশে, ভাস্কর কর প্রকাশে, মানসে বিশেষ করে ত্বরা ॥ সেই অভিপ্রায় লয়ে, ক্রোধেতে আরক্ত হয়ে, বুঝি নিশা বিনাশ কারণে। উঠিছে প্রভাত ভানু, জ্বালি বিরহ কৃশানু, দহিছে যুবতী যুবাগণে ॥ অথবা নিশিতে বিধু, লয়ে প্রাচীদিগ বধূ, ছিল মৃদুং রসাবেশে। এমন সময়ে আসি, প্রকাশি তিমির নাশি, হেরি সে ষোড়শী লজ্জাবেশে ॥ গলিত দুকুল অঙ্গে, উড়নী উড়িল রঙ্গে, আতঙ্কে হইল সঙ্গোপন। সেই পূর্ব্ব দিগন্তর, ধরিল সে রূপান্তর, নিরন্তর যেন হুতাশন ॥ কুমুদিনী প্রমোদিনী, হাস্যাননী উল্লাসিনী, ছিল পতিগতি হেরি দূরে। মজিল অতুল দুঃখে, শেল কি বাজিল বুকে, ম্লানমুখে অবিরত ঝুরে ॥ হেরি পতি দিনমণি, মলিনী নলিনীশ্রেণী, হরিষে প্রকাশে আশেপাশে।

মণ্ডুপ রাঙ্গ তিহ্হলে, নাচে গায় তালেং, সলিল হিল্লোলে সমুল্লাসে ॥ মদন কদন কায়, প্রিয় প্রিয়াসহ প্রায়, ছিল কত হরষ মানসে। শুকেং সুখেং বুকেং মুখেং, সুরস অলসে প্রেমাবেশে ॥ সে সকলে মনস্তাপ, প্রদানে তপন তাপ, প্রতাপে সন্তাপ করে দান। চক্রবাক চক্রবাকী, আছিল অন্তরে দুঃখি, তাহে সুখী হইলা নিদান ॥ প্রভাতা যামিনী জানি, না হেরীয়া নিশামণি, চকোরিণী তাপিনী হইল। ছিল নেত্রহীন যারা, পাইল নয়ন তারা, পেচকের প্রমাদ পড়িল ॥ কোকিল কোকিলা ভাগে, গাইছে পঞ্চম রাগে, অনুরাগে সারিং শারী। লয়ে শুকে সুখেং, বুকেং মুখেং, সকৌতুকে, ঘোষে বনভরি ॥ সুরঙ্গ বিহঙ্গ যত, থরেং উড়ে কত, শতং বায়স নিকর। করে কলং স্বন, নৃত্য করে সুরঞ্জন, শিখী শাখী শাখার উপর ॥ ফুটে কত ফুলকুল, তাহে গুঞ্জে অলিকুল, মধুপানে আকুল হইয়া। হের অবসান নিশি, প্রকাশিল দিশিং, উঠং শয়ন তেজিয়া ॥ বাড়িতে লাগিল বেলা, তমো ততি দূরে গেলা, গোদোহন বেলা উপনীত। যাবে কি না যাবে গোঠে, কহ শুনি অকপটে, কবি কহে এই সে উচিত ॥

অথ যশোদা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ ॥

পয়ার ॥ এইরূপে শিশুসব ডাকিছে সঘনে। হেন কালে পৌর্ণমাসী আইলা সেখানে ॥ সান্দিপনি মুনির জননী সে রমণী। কৃষ্ণপ্রিয় লীলাবহ্নি প্রকাশে অরণী ॥ নারদঋষির শিষ্য গুরু উপদেশে, কৃষ্ণলীলা আনুকূল্য করেন বিশেষে ॥ বয়সে প্রবীণা অতি পক্বকেশ পাশ। পরিধান আরক্ত সুন্দর দিব্য বাস ॥ কৃষ্ণে নাতিং বলি সদাই সম্ভাষে। কৃষ্ণ প্রিয় আচরণ অধিক উল্লাসে ॥ গোপাল সকলে তবে নিবারণ করি। ডাকিছেন মৃদুং ভাষে ব্রজনারী ॥ উঠং প্রাণধন জীবন দুলাল। রজনী হইল ভোর দেখরে গোপাল ॥ এভোর আনন শশী প্রকাশিবে জানি। লাজ

ভয়ে নিশামণি ভজিল বারুণী॥ পতির দুর্নীত দেখি দুঃখে বিভা-বরী। শরমে হইল শীর্ণা সহিতে না পারি॥ নয়ন যুগলে গলে তারাকারা ধারা। কুমুদিনী বিষাদিনী হেরিয়া সে ধারা॥ প-রিহাসে হাসে দেখি কুসুম কানন। কুহরে কোকিলকুল করিয়া ভৎর্সন॥ ভাঙ্গিল রজনী রাজ্য গেল নিশাপতি। ভাস্বত হইল আসি নবীন ভূপতি॥ পতির বৈভবে সতী হরিষে বিভোর। ক্র-মে২ দিগন্তর হইল অঘোর॥ পরম সুখিত তাহে নলিনী নিচয়। সুপগুণ গায় অলি প্রসন্ন হৃদয়॥ অতএব উঠ২ জীবন কানাই। প্রভাত সৌন্দর্য্য হেতু ডাকিতেছি তাই। এরূপে ডাকেন দেবী কৃষ্ণে জাগাইতে। নিদ্রা না পারিল তনু তেজিয়া যাইতে॥ তবে যশোমতী সতী সমীপে বসিয়া। ডাকিছেন স্বতনয়ে তনু পরশিয়া॥ উঠরে গোপাল লাল তেজিয়া শয়ন। দেবীরে প্রণতি কর মে-লিয়া নয়ন॥ দেখ২ যাবতীয় বয়স্য তোমার। না শুনে ব্যাকুল তব বচন বিস্তার॥ আসিয়াছে সবেমেলি তোমার নিকটে। পরি হর মোহময়ী নিদ্রা অকপটে॥ তোমারে দেখিতে সব প্রতিবাসি জন। রাজপথে আছে তারা করে আকিঞ্চন॥ ও মুখ পঙ্কজ তোর নেত্রে না হেরিয়া। গাবীগণ আছে উর্দ্ধ আনন করিয়া॥ পয়োভারে পীড়িতা তথাপি বৎসগণে। পয়োদান নাহি করে সুস্নেহ বিধানে॥ কালি বাছা গোঠে থেকে আসিয়া অমনি। ঘু-মায়ে রয়েছ না খাইয়া ক্ষীর ননী॥ অতএব উঠ ওরে জীবন কা-নাই। ভোজন করহ কিছু ডাকিতেছি তাই॥ এইমত জননীর প্রবোধ বচনে। উঠিলা অখিলপতি তেজিয়া শয়নে॥ শিথিল কুন্তল শিরে বিরাগ অধর। বিভিন্ন ভূষণ গণ হয়েছে অন্তর॥ অলসে আকুল তনু অরুণ নয়ন। ভুজভঙ্গী ক্রমে ঘন করেন জৃম্ভণ॥ সখাসঙ্গে রঙ্গরসে অলস ভাঙ্গিল॥ সেই বা কি ক্রোধে আঁখি অরুণ হইল॥ তবে হরি হরিষে উঠিয়া স্বনয়ন। সুগন্ধি সলিলে করি শ্রীমুখ ক্ষালন॥ সখাগণ সহ সুখে ভোজন করিয়া। চলিলা

গোধন সঙ্গে রঙ্গেতে সাজিয়া॥ কৃষ্ণলীলা রসোদয় সুধাসিন্ধু সার। কহিছে শ্রীনারায়ণ একবিন্দু তার॥

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠসজ্জা॥

কুমুদাবলি॥ যশোমতী সতী নিজ তনয়ে সাজায়রে। কিবা রূপ অপরূপ হায় হায় হায়রে॥ নবীন নীরদ জিনি বরণ সুছান্দরে। শরদ সুধাংশু তাহে সে আনন চান্দরে॥ সহজ স্বরূপ যার হেরে প্রাণ কাঁদেরে। সে কেন মোহন ছাঁদে শিরে চূড়া বাঁধেরে॥ প্রফুল্ল মালতী মালা বেড়িয়াছে তায়রে। মকরন্দ আশে কত মধুকর ধায়রে॥ নাসায় মুকুতা দোলে শ্রবণে কুণ্ডলরে। রতিপতি ভুলে হেরি শ্রীমুখ মণ্ডলরে॥ রতনে রচিত গলে গজমতি হাররে। অসিত শিখরে যেন সুরধনী-ধাররে॥ হৃদয়ে কৌস্তুভ কিবা শোভিত সুন্দররে। সজল জলদ কোলে যেন নিশাকররে॥ জিনিয়া করভকর করযুগ তাররে। বলয়ে বেজটা তাহে মণিময় তাড়রে॥ কেশরী কুণ্ঠিত করি ক্ষীণ মাঝা খানিরে। তড়িত ভুলিত তাহে বসন নিছনিরে॥ উরুগুরু রামরম্ভা জিনি অভিরামরে। চরণে রঞ্জিত মণি মঞ্জীর সুঠামরে॥ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম একে স্বরূপ মাধুরীরে। সে বিধুবদনে শোভে বিনদ বাঁশরীরে॥ কৃষ্ণলীলা রসোদয় সুধাসিন্ধু সাররে। এশ্রীনারায়ণ চট্টরাজে চমৎকাররে॥

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠেবিজয়॥

তড়িল্লেখা॥ কিবা কৌতুকে২ সুখে রভসে মাতিয়া। চলে সকলে সকালে গোঠে গোপালে লইয়া॥ আগে অগণন ধেনুগণ করিছে গমন। নাহি শকতি অকৃতি তাহা করিতে বর্ণন॥ সবে বড় বড় খট্ খট্ চেল্যে চল্যে যায়। তাহে রুণু২ ঝুণু২ ভূষণ বাজায়॥ গতি ধমকে চমকে ধরা ঠমকে কাতর। সহ মহী মহীরু-

হ হৈল ধূলীতে ধূষর॥ ক্ষণে বিকট নিনাদে নাদে হয় প্রতিনাদ। ক্ষণে প্রমাদ না মনে গণে জানিয়া অবাধ॥ পিছে গোপালে গো পালে ঘেরি আমোদে মগন। গণসহিতে ত্বরিতে চলে চকিত নয়ন॥ নব পলাশ পলাশ কেহ করিয়া ভঞ্জন। করে সযতনে ভূষার নীশার বিরচন॥ বঁধু বদন সরসীরুহ ঘামিবে বলিয়া। ধরে মদনমোহন শিরে পিরিতি করিয়া॥ কেহ অরিষ পরিষ করে করিয়া ধারণ। মহা প্রবল প্রতাপে করে ভর্জ্জন গর্জ্জন॥ সবে ঠমকে২ চলে হেলিয়া দুলিয়া। তাতা অহে অহেরবে নাচিয়া নাচিয়া॥ কেহ সুরঙ্গ বিহঙ্গে রঙ্গরসের আবেশে। জয় মুরারি মুকুন্দ বুলি বলায় বিশেষে॥ মাঝে ভুবনমোহন হরি হরিণে বি-হল। করে মুরলী অবলী ধ্বনি করিতে কুশল॥ শিরে শিখণ্ডী শিখণ্ড শোভে কিরীট উপরে। মৃদু পবনে আপনে ঘনমন্দ২ উড়ে॥ শ্রুতি যুগলে কলিত চল রতন কুণ্ডল। লোল অলকে ঝলকে কিবা ক-পোল বিমল॥ কিবা মধুর নূপুর শোভে যুগল চরণে। শত শ্রা-বণ শ্রবণ চাহে যাহার শ্রবণে॥ হেথা গগণে মগনে যত নিলিম্প নিকর। হেরে প্রমোদে অবাধে নবে মুকুন্দ সুন্দর॥ ভাবে গদ্গদ যুগল নয়নে বহে লোর। মহা হরিষে বরিষে কত কুসুমনিকর॥ বলে ভালরে২ ভাল ধন্য এ ধরণী। যথা বিহরে মনুজরূপে অ-খিলের মণি॥ পুরা না জানি মেদিনী কত সুপুণ্য করিল। যাহে ও পদ সরসীরুহ শিরসি ধরিল॥ সবে এইরূপে বহুরূপ ধরয়ারে বাথানে। প্রভু শ্রীকৃষ্ণচরণ তলে চট্টরাজ ভণে॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে প্রতিবাসিনী গণের আগমন।

পয়ার॥ একপে সে রসকূপ স্বজন সঙ্গতি। গোচারণে মগনে চলিলা যদুপতি॥ কৃষ্ণের বিজয় শুনি যত পুরজন। দেখিতে আইল সবে করি আকিঞ্চন॥ আবাল বয়স্থ আদি যত ব্রজে ছিল।

শুনিয়া গোষ্ঠের সাড়া সকলে ধাইল ॥ কি কহিব শ্রীকৃষ্ণের অ-তুল মহিমা। সংসার মাঝারে যার নাহি হেরি সীমা ॥ যে রমণী দিনমণি কিরণ না দেখে। সেহ আসি শ্যাম শশী হেরে অনিমিখে ॥ আপনং কর্ম্ম দূরে তেয়াগিয়া। প্রতিবাসিগণে সব হেরে শ্যামে গিয়া ॥ কেহ গোদোহনে ছিল কেহ শুশ্রূষণে। দধির মন্থনে কেহ কেহবা ভোজনে ॥ হেরিয়া রমণীগণ সেরূপ মাধুরী। মা-তিল মদন মদে আপনা পাসরি ॥ সিথিল সকল তনু অতনু প্র-হারে। গদং পদ ভারি চলিতে না পারে ॥ শরম ভরম গেল মরম বিন্ধিল। ধৈরয নাধরে ধরে অধরা হইল ॥ কেহ ভাবে নানা ভাবে ভাবের বিকারে। কেহ হাব ভাব লীলা লাবন্য বি-স্তারে ॥ কোন বামা নবীনা স্বধম্মিল্য বন্ধন। মোচন পূর্ব্বক পুনঃ করে সংযমন ॥ চূর্ণ কুন্তলাদি পরিষ্করণের ছলে। ভুজলতা দেখাইয়া কেহ আগে চলে ॥ সখীর সহিত করে নির্হেতু সম্ভাষ। মধুরং ভাষে নানা পরিহাস ॥ কেহবা সম্মুখে লীলা কমল চুম্বয়। অবশ হইয়া প্রিয় সখী আলিঙ্গয় ॥ অঙ্গের জড়তা আর ঘর্ম্ম রো-মোদ্গাম। স্বরভেদ আর কম্প বৈবর্ণ্য বিষম ॥ অশ্রু মুরুছন আদি প্রকটন করে। পাগলিনী প্রায় তারা কহে পরস্পরে ॥ কৃষ্ণলীলা রসোদয় সুধাসিন্ধু সার। কহিছে শ্রীনারায়ণ এক বিন্দু তার ॥

শ্রীকৃষ্ণদর্শনে ব্রজনাগরীগণের প্রেমোদ্ভব ॥

ললিত চতুষ্পদী ॥ যত ব্রজনারী নবীন নাগরী হেরি বনয়ারি রূ-পের ছটা। অন্তরে আগর রসে গরং কাপে থরং যুবতী ঘটা ॥ ম-দন প্রবল মন সচঞ্চল ভাবে ঢল ঢল সকল কায়। অলসে অবশ না-হি মানে বশ নয়ন সরস হইয়া তায় ॥ বলে আলো সখি ওসখিং কি-দেখিং ঐলো ঐ। একি অপরূপ হেরিয়া ওরূপ উতলা স্বরূপ হৈ-লো হৈ ॥ মোরা কুলবালা সহজে সরলা অবলা অখলা হইয়া সই। নিরখি উহারে পরাণ কি করে বলতা অন্তরে কেমনে সই ॥ একা-

ল কাজিয়ে প্রেম বিনোদিয়ে না জানি কিদিয়ে গড়েছে বিধি। সো- হাগে গালিয়া পিরিতে ঢালিয়া কত নিঙড়িয়া রসের নিধি ॥ সেই ভাগ্যবতী হবে যার পতি আমরা সেঅতি অভাগা নারী। মনে অভি লাষী হয়ে এর দাসী সুখার্ণবে ভাসি সকল ছাড়ি ॥ বলে আর জন এ- ই মোর মন ভুবনভূষণ পুরুষ এ। তেজি কুলমান এজন স্থানে থাবত পরাণ শরণ লই ॥ আমরাতো নারী ওরূপ মাধুরী কি কহিতে পারি এক বদনে। হেরিয়া সুঠাম অতি অভিরাম উগলিল কাম হৃতঘতনে ॥ কুবলয়দল জিনি ঝলমল অতি পরিমল বরণ ছাঁদে। বিধু বিড়ম্বনে ওচাঁদ বদনে হেরিয়া নয়নে পরাণ কাঁদে ॥ কহিছে অপরা হইয়া অধরা ঘন প্রেমধারা নয়নে ঝরে। কি করি সজনি দিবস রজনী পাপ ননদিনী প্রবল ঘরে ॥ নহে মনে হয় এছার বিষয় তেজি সমুদায় রাতুল পদে। কুলশীল লয়ে অকূলে ভাষায়ে শরণ লইয়ে থাকি আমোদে ॥ আর আর জনে নিজ পতিগণে নিন্দিত বচনে কহিছে সখি। কোন পুণ্যবতী বরিয়া এপতি ভুঞ্জি সুখরতি হইবে সুখী ॥ আমাদের পতি মূঢ় মূর্খ অতি নাহি কোন নীতি কিছু না জানে। রূপে কদাকার করে অহঙ্কার নিজে গুণাধার করিয়া মানে ॥ কি কব অধিক বিধাতারে ধিক প্রাণের অধিক কৃষ্ণ বিহনে। না কৈল ঘটন ঘটিল দুর্জ্জন এশ্রীনারায়ণ সরস ভণে ॥

শ্রীকৃষ্ণের বন প্রবেশ এবং ভাণ্ডীর বন বর্ণন।

লঘু ত্রিপদী ॥ এরূপে নাগর, রসিক শেখর, রঞ্জিয়া রমণীগণে। সখাগণ সাতে, হরষিত চিতে, প্রবেশ করিলা বনে ॥ সে যে চমৎকার, ভাণ্ডীর কান্তার, শোভাসার সুখোদয়। নয়ন রঞ্জন, হেরিয়া নয়ন স্থকিত হইয়া রয় ॥ তমাল হিন্তাল নারীকেল তাল শাল্মলী শিরিষ যত। পণস আসন গুবাক শোভন আম্র আম্রাতক কত ॥ খর্জ্জুর প্রিয়াল, বীজপূরসাল সুচন্দন কোবিদার। অতি সুতরুণ করুণ বরুণ অরজ্জুণ সুখসার ॥ মল্লিকা মালতী পারিজাত

জাতি যূথেং যথিগণ। কিংশুক অশোক গন্ধরাজ বক নিশাগন্ধ সুশোভন॥ মধুরমালতী সুবেষ্টিতা অতি নাগেশ চম্পক বরে। যেমন যুবতী নিজং পতিপ্রতি আলিঙ্গন করে॥ লবঙ্গলতিকা দোলিতা অধিকা মন্দং বায়ুযোগে। যেমন বনিতা হৃদিকম্পযুতা প্রিয়াসহ প্রিয়ভোগে॥ মলয়জনিত মৃদু গন্ধযুত সমীর সঞ্চরে তায়। অপরাধি পতি যেন ভীতমতি খণ্ডিতা নিলয়ে যায়॥ ফল ভরে নত তরুগণ যত মানিনী আনন প্রায়। সহ তামরস বিচিত্র সরস তথি রমণীয় তায়॥ শতদল দলে মধুপ সকলে সহালিনী সুবিরাজ। অলকা নিচয় যেন সুশোভয় রমণীবদন মাঝ॥ সতৃ ষিত মনে ভ্রমর মগনে কমল কাননে পড়ে। রমণী বদন রমণ যেমন সকাম হইয়া হেরে॥ কমল কুট্মলে পড়ে কুতুহলে অনিলে কমল পাত। প্রিয়াপয়োধরে যেমন নাগরে সুখভরে দেয় হাত॥ রাজহংসাবলি হৃদি কুতুহলি করে কেলি সরোবরে। কামিনী হৃদয়ে যেন সুশোভয়ে সুমার্জ্জিত মুক্তা হারে॥ সারস ঝঙ্কার করে চমৎকার সরোবর সন্নিধানে। রতন রঞ্জিত মঞ্জীর সিঞ্জিত যেন নারী সুচরণে॥ কুসুম হইতে সুখদ সুরীতে বিন্দুং মধুক্ষরে। মধু পনিকর প্রমোদ অন্তর নিরন্তর পান করে॥ পক্বচূতফলে কোকিল সকলে চঞ্চু প্রসারিয়া রয়। প্রিয়ার বদনে যেন প্রিয়জনে চুম্বে হেন জ্ঞান হয়॥ ঘোষে মুহুর্মুহু কুহু কুহু কুহু শিখণ্ডী তাণ্ডব করে। শার্দ্দুল শরভ এই আদি সব নানা জন্তু তথা চরে॥ কৃষ্ণের ইচ্ছায় হিংসা নাহি তায় পরস্পর পশুগণে। হেন সে কানন হেরি হরে মন কহিছে শ্রীনারায়ণে॥

শ্রীকৃষ্ণের বনবিরহ॥

পয়ার। কানন সৌন্দর্য্য হেরি হরি হরষিতে। বসিলা ভাণ্ডীর মূলে বয়স্য সহিতে॥ ক্রমেং ধেনুগণ আসিয়া মিলিল। শ্রবন্তী জল- ধি জলে যেন প্রবেশিল॥ কানন পাইয়া তারা প্রমোদ অন্তর। ভু-

গাঙ্গুর খায় সবে সুখে নিরন্তর॥ শ্রীদাম নামেতে তথা আছিল গোপাল। কহিছে সুমৃদু স্বরে মধুর মিসাল॥ দেখ২ ভ্রাতৃগণ কত চমৎকার। নানাবিধ তরুগণে মণ্ডিত কান্তার॥ আসন অর্জ্জুন আম্র আম্রাতক কত। শমী শাল শিরিষ শোভিছে শত২॥ পুন্নাগ প্রিয়াল পীলুপলাস প্রকর। নাগরঙ্গ নারিকেল নাগেশ নিকর॥ চম্পক চন্দন চারু চমেলী চয়ক। কেতকী কদলী কৃষ্ণকেলী কদম্বক॥ শত২ সেউতি সুন্দর সেফালিকা। যূথে২ যূথি জবা জয়ন্তী জাতিকা॥ গোলাব গুলঞ্চ গোলানার গন্ধরাজ। বদরী বাদাম বিল্ব বিস্তর বিরাজ॥ মন্দার মাধবী মৃদু মধুর মল্লিকা। সুরঙ্গ রঙ্গনবঙ্গ রসিক তোষিকা॥ বকুল বন্ধুক বহু বিবিধ বরুণ। কমনীয় কুজ কত কুটজ করুণ॥ নবীন শাখাতে শাখীসমূহ শোভিত। ফলেতে সুনম্র সদা ফুলে বিকশিত॥ মধুলোভে মধুকর করিছে ঝঙ্কার। দেখ না কোকিল কুল ছাড়িছে হুঙ্কার॥ কোলাহল করিতেছে যত জন্তুগণ। সুরঙ্গ কুরঙ্গ রঙ্গে করিছে নর্ত্তন॥ সারি২ শারী শুক শিখণ্ডী প্রচয়। কলরব করে কত প্রসন্ন হৃদয়॥ বিশেষে অশেষ ঋতু সমূহে সেবিত। দেবতা দুর্লভ স্থল অতিসুললিত॥ অতএব সকলে মিলিয়া এই স্থানে। পরস্পর মল্লকেলি করিব সগণে॥ বয়স্য বিভাগ করি কর দুই দল। কৃষ্ণ বলদেবে কর দুদলে প্রবল॥ খেলিতে২ পরে যে দল হারিবে। সেই দল অন্য দলে স্কন্ধেতে করিবে॥ ভাল বলি যাবতীয় গোপালের গণ। আনন্দে করিল মল্লকেলি আরম্ভন॥ কটী তটি আঁটি মল্লধটি পরিধিত। সর্ব্বাঙ্গে সুরঙ্গ রঙ্গ মৃত্তিকা মৃক্ষিত॥ পরস্পর করে২ করে কষাকষি। সঘন জঘন গণ্ডে ঘন ঘসাঘসি॥ ভুজস্ফোটে ভূমণ্ডল বিকল হইল। রসা রসাতলে তাহে প্রমাদ পড়িল॥ জয় পরাজয়ে পূর্ব্ব নিরূপিত রীতে। মল্লকেলি করিছেন সকৌতুক চিতে॥ কেহ২ ক্লান্ত ভাবে ক্রীড়া পরিহরি। বসিছে বিটপীতটে প্রতীক প্রসারি॥ পরিহাস করে পরে করতালি দিয়া। হারিল২ বলি নাচি

য়াই॥ কোন শিশু কুসুমকাননে করে কেলি। গাথয়ে বিনদ মালা নানা ফুল তুলি॥ কেহবা কোকিল স্বরে দেয় প্রতিস্বর। আহামরি মরি বলে হাসয়ে অপর॥ কেহ সকৌতুকে ধায় কুরঙ্গ ধরিতে। কীশশিশু সঙ্গে কেহ বিহরে সে রীতে॥ কেহ উড্ডীয়ান পক্ষিছায়া অনুসারে। প্রবল পবনবগে ধায় ধরিবারে॥ কেহবা চিৎকার করে অতি উচ্চতর। করেতে আবরে তার আনন অপর॥ এইরূপে বহুরূপ বিপিন বিহার। কহিছে শ্রীনারায়ণ কি কব বিস্তার॥

অথ শ্রীরাধিকার ভাণ্ডিরবনে প্রবেশ॥

ত্রিপদী॥ হেন কালে সখি সঙ্গে রাধিকা রঙ্গিনী রঙ্গে ভাণ্ডির কাননে উপনীত। ঘেরিয়া শরদ শশী উজ্জ্বল তারকা রাশি নিশি দিশি যেন প্রকাশিত॥ কিকব বিশেষ শোভা ত্রিভুবন মনোলোভা ক্ষণপ্রভা প্রভাহীন যায়। সহজে নবীন বালা তাহে পূর্ণ ষোলকলা কুসুম চয়ন ছলা তায়॥ অনুপম তাররূপ সেরূপে কিঅনুরূপ অপরূপ স্বরূপ মাধুরী। বিধি কিবা বিধিমতে কত নিধি দিয়া তাতে বিধান করিল আহামরি॥ মরাল খঞ্জনদল বিড়ম্বিত পরিমল সুকমল চরণ চালনী। সখী সঙ্গে রঙ্গ রসে মধুর২ ভাষে পরিহাসে ভাসিছে ভাবিনী॥ বসন অঞ্চল পাতি তুলে ফুল নানা জাতি যথি জাতি জয়ন্তী জীবক। বিনায়ে বিনোদ বেণী যত গোপ নিতম্বিনী কেহ দেছে খোঁপায় চম্পক॥ অবিলম্বে কোন বালা গাঁথিয়া মালতিমালা পরাইছেঁ রাধার গলায়। তাহে কি সুমেরু শিরে সুরশৈবলিনী নীরে নিন্দিয়ে নিগূঢ় শোভা পায়॥ সুখে কোন সখীজন করি ফুল আভরণ শ্রাই অঙ্গে সাজায় যতনে। কোমল কুসুমগন্ধে আনন্দে মধুপ বৃন্দে উড়িতেছে মকরন্দ পানে॥ শুনিয়া রাধার রব লজ্জায় কোকিল সব নীরবে রহিল তারা বসি। প্রফুল্ল পাদপগণ অলি যার দর

শন দরশন করে সুখশশী॥ একরূপে সে স্বরূপিনী সহিতে সব স-ঙ্গিনী বিনোদিনী ভ্রমিছে বিপিনে। কৃষ্ণলীলা রসোদয় কাব্য অতি সুধাময় বিরচিত এ শ্রীনারায়ণে॥

কাননে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার প্রথম সাক্ষাৎ।

পয়ার। একরূপে সঙ্গিনীসঙ্গে রঙ্গরসে ভোরা। ভ্রমিছে ভাণ্ডীর বনে মগনে চতুরা॥ খঞ্জন গঞ্জনগতি গরবে গোপিনী। কুসুম সম্পুট করে কোকিল ভাষিণী॥ সে সময়ে সুখী হয়ে ব্রজেন্দ্র কুমার। বন্ধুবর্গসহ সুখে করেন বিহার॥ সজল জলদ কান্তি ভ্রান্তি সে বরণ। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম কোটি মন্মথ মথন॥ শ্রীদামার করে ধরি কমলনয়ন। সুরঙ্গ কুরঙ্গ রঙ্গ করেন দর্শন॥ কুসুমে কুসুমপ্রিয় করিছে বিহার। গাইছে পঞ্চমস্বরে কোকিল নিকর॥ হেলিছে বিটপী মন্দ মারুত গমনে। খসিছে কুসুম কত হেরিছে নয়নে॥ মধুর মুরলী রবে করেন সংগীত। চরাচর মুগ্ধ যার শ্রবণে নিশ্চিত॥ সহসা সুন্দরী সেই স্বরূপা লাবণী। হেরিল পড়িল ফাঁদে মজিল অমনি॥ বনয়ারি হরি তেন কিশোরী হেরিল। উভয়েং হেরি উভয়ে টলিল॥ রাধাকুচগিরি তাহে পীরিতি শৃঙ্খলে। ফাঁসি দিল কৃষ্ণ মনোমাতঙ্গজ গলে। মনোজ্ঞ জলদ লয়ে প্রেম প্রেভঞ্জন। সুধী সুধানিধি হেলে টৈকল আবরণ॥ অধৈর্য্য কুলিশাঘাতে ধৈরয শেখর। ভাঙ্গিল বিকল তাহে প্রাণ গুহাচর॥ এইমতে নানামতে মতিহীন প্রায়। রাধা প্রতি মনোমতি প্রতিক্ষণ ধায়॥ ভাবে তনু টলং সজল নয়ন। প্রেমে পুলকিত লোমাঞ্চিত অপঘন॥ চিত্ত অনুরাগ সিন্ধু অনঙ্গ তরঙ্গ। প্রতিপদে উছলই অবশহি অঙ্গ॥ ক্ষণেং কত ভাব ভাবিছে ভাবিনী। ব্যাধ শরে বিদ্ধ যেন চঞ্চল হরিণী॥ কলেবর অধর সে নয়ন অধর॥

অধর হইল হেরি হরি জলধর॥ পীপাসিনী চাতকিনী রাধিকার মন। তাহে অভিলাষে কি পীরিতি বরিষণ॥ চঞ্চল চঞ্চলাসম মন সচঞ্চল। পুলকিত প্রতীক প্রেমেতে ঢল২॥ কুলবতী কুল মানে অপমান করি। বরজ ধৈরয ধর্ম্ম দূরে পরিহরি॥ কসিল পশিল চিত প্রেম সরোবরে। ধরিল নিখিল স্মর শর জলচরে॥ বলে স্মরহর স্মর হর এইবার। মরি কুলহরি হরি২ হরে মার॥ হৈমবতী পতি সতি ব্রজেন্দ্র নন্দন। ভাগ্যবতী হয়ে যেন করিবে ব. রণ॥ এইরূপে নানারূপে ব্যাকুল কিশোরী। কহিছে শ্রীনারায়ণ স্মরি বনয়ারি॥

অথ শ্রীরাধিকার অধৈর্য্যতা।

কুমুদাবলি॥ ভাবিনী ভাবুকে হেরি প্রেমেরসে রসেছে। মদন জলধি জলে আঁখিমন পশেছে॥ তনুভারে গর২ থর২ কাঁপিছে। ঝর২ আঁখিনীরে পয়োধর ঝাঁপিছে॥ নাগর নয়নশরে কলেবর জারিছে। গদ২ পদ ভারি চলিতে না পারিছে॥ মনস অলস রস ঘন রসে ভাসিছে। বিরস রসনা রসে নিরসতা বাসিছে॥ যুবক যুটিছে হৃদি কতই না উঠিছে। অধর পীযুষ আশে আশা শুক যুটিছে॥ লভিতে নাগর রাজে ব্যাজ নাহি সহিছে। অন্তর উদাস সদা নিরাশেতে হইছে॥ অনাশ হুতাশ শ্বাস বাতাস সে বহিছে। আলাপ প্রলাপ কত অপলাপ কহিছে॥ প্রখর কুসুম শর ফুলশর হানিছে। বিকচ বিনদ ফুলে প্রতিকূল মানিছে॥ ডালে২ পিকদলে কল২ রটিছে। প্রেমদায় প্রমদায় একি দায় ঘটিছে॥ অকুলে সে কুলতরি ভাসাইতে চাহিছে। সযতনে নারায়ণে সুখী মনে গাইছে॥

শ্রীরাধিকার প্রতি সখীগণের প্রবোধ দান।

দীর্ঘ চতুষ্পদী॥ এরূপে সে ব্রজ বালা হেরিয়া চিকন কালা

মদনে হয়ে বিহ্বলা কত ছলা করিছে। সে নবনাগর রাজে নেত্র নিমীলন ব্যাজে হৃদয় সরোজ মাঝে বিনা লাজে ধরিছে॥ যোগী যেন যোগাসনে ধ্যায় গরুড় আসনে তেন সে পীতবসনে হৃদাসনে বসায়ে। মনমথ তরুমূলে মনোরথময় ফুলে পূজে প্রণয়মুকুলে কুল শূলে খসায়ে॥ পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ অপাঙ্গে বহে তরঙ্গ হেরিয়ে পেয়ে আতঙ্ক স্বসঙ্গিনী সকলে। বলে হালো একি ধনী কেনলো তেজিলি ধ্বনি শুনি কি মুরুলী ধ্বনি হেন হলি শরমে॥ অথবা কাননে আসি হেরি নব কালশশী এখনি হলি ঈদৃশী দেখিতেহ লো। নহি লে মুখকমল কেন বা হৈল বিকল নয়নে কি বহে জল লখিতেহ লো॥ তখনি করেছি মানা সখি এবনে যেওনা বলিলে তাতো মানলা তারি এই ফললো। প্রবেশি ঘোর কান্তারে মনঃ প্রাণ দিলি কারে তাই বলি বারেহ কি করিলি বল লো॥ জানি আমি ভালমতে বিপদ আছে এপথে যদি কালা নেত্রপথে কাহারো প্রবে শেলো। হারায় তার দুকুল অকুলে ভাসায় কুল হাসায় বিপক্ষকুল প্রতিকুল শেষে লো॥ যেখানে বাঘের ভয় সেই খানে সন্ধ্যা হয় একথা যে লোকে, কয় সে নয় অন্যথালো। কুলের কামিনী হয়ে অকালে কাননে গিয়ে চলিলি কুল হারায়ে এলাজের কথা লো॥ হায় কি হইল তোর কি দেখি হইলি ভোর বহে দুনয়নে লোর কেন অক স্মাৎ লো। সুবর্ণ জিনি যে বর্ণ সে কেন হৈল বিবর্ণ পুলকে তনু সুপূর্ণ কি হেতু হঠাৎ লো॥ আহা পক্ব বিম্বাধর মুখ পূর্ণশশধর সে কিসে হৈল অধর ধরা নাহি যায় লো। মরাল খঞ্জন জিতি যে তব মন্থর গতি সে কেন ভুলিল গতি অগতির প্রায় লো॥ শরীরে নাহিক স্পন্দ নিরখিয়ে হয় সন্দ কেন এত নিরানন্দ সাগরে ভাসিছি লো। বিধুমুখে নাহি হাস কোথা সে মধুর ভাষ কি জন্য এত হু তাশ হৃদে প্রকাশিলি লো॥ চলহ ঘরে যাই এখানেতে কার্য্য নাই যদি ইহা শুনে আই তাহলে প্রমাদ লো। তুমি কি তাহা জ্ঞা না ঘরে আছে যে গঞ্জনা সেই মোরা করি মানা ত্যাজ অবসাদ

লো॥ হইল কুসুম তোলা আর কেন কর বেলা এখন ভবনে চল। হয় সমুচিত লো। করা নহে বিলম্বন সভয় সদা এবন আছয়ে শ্রীনারায়ণ সকলি বিদিত লো॥

শ্রীরাধিকার গৃহেগমন ও শ্রীকৃষ্ণের অধৈর্য্যতা॥

পয়ার। এরূপে অনেকরূপ প্রবোধ বচনে। কানন তেজিয়া ধনী চলিল ভবনে॥ অন্তরে শ্যামের রূপ স্মরিছে সঘন। বাহিরে স্ব জন ভয়ে করিছে গোপন॥ হেথা বনয়ারি হরি গণিছে প্রমাদ। প্রবল মদনমদে মহান উন্মাদ॥ বিরহ দহনে তনু হতেছে দাহন। মিলন সলিল বিনা নহে নিবারণ॥ অলসে অবশ অঙ্গ বিরস বদন। চিন্তায় আকুল চিত সজল নয়ন॥ সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে ভাবিয়া নিরাশ। বিফল প্রয়াস মানি অন্তর উদাস॥ বলে হায় একি দায় কি হবে উপায়। প্রেমদায় প্রমদা বিহনে প্রাণ যায়॥ শিথিল সকল সাধ বিষাদে মোহিত। কমল বিমল তনু ধূলায় লুণ্ঠিত॥ এভাবে ভাবিনীভাবে ভাবিত শ্রীহরি। ভাবে ভাবে বটুবর সে ভাব নেহারি॥ ভবে ভবভবানী স্বভুব ভাবে যারে। এবে সে ভাবিকা ভাবে সে ভাবে অন্তরে॥ কি কহিব কত ভাগ্য আছিল ইহার। সখাও মজিলা রূপ গুণেতে যাহার॥ এতেক চিন্তিয়া পুনঃ কহে প্রকাশিয়া। মত্ত কুহুকণ্ঠ কণ্ঠ গরব হরিয়া॥ একি২ একি বঁধু একোন বিকার। দেখিতে২ কেন হেন ব্যবহার॥ অনুমানি কামিনী ভ্রূভুজঙ্গ দেখিয়ে। সাধ্বস পাইলা বুঝি আপন হৃদয়ে॥ মাভৈঃ২ মম সম দ্বিজবর। নিকটে থাকিতে কেন এতেক কাতর॥ কৃষ্ণ কন বৃথা কেন কর পরিহাস। নয়নেতো দেখিয়াছে সেরূপ বিলাস॥ কি শারদ পূর্ণশশী মণ্ডল চন্দ্রিকা। কিবা মনোহর শুদ্ধ হেম পঞ্চালিকা॥ কি কন্দর্প জয়ার্থিনী রতি রূপাবলী। কিবা পুণ্যবতী শিখামণি প্রেমপালী॥ কিবা নীল মেঘে স্থির কণরুচি

ছটা। লিখিতে না পারি বঁধু সে রূপের ঘটা॥ অতুল তাহার রূপ তুলনা কি তার। কহিছে শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ রায়॥

অথ শ্রীকৃষ্ণকৃত শ্রীরাধিকার রূপবর্ণন॥

পয়ার। সেরূপ সুরূপ সখা অনুপ জগতে। শশী সৌদামিনী শত তুলনা কি তাতে॥ স্থলজ জলজ রুচি রুচির চরণ। স্মর অনুরাগ সদা করিছে বমন॥ ওকর অধর হেরি অধর লজ্জায়। অরুণ অলক্ত ছলে পড়িয়াছে পায়॥ সে বাক্য কৌশলে সুধাসমুদ্র হারিল। তাই নখছলে শশী সেপদে ধরিল॥ কোমল অঙ্গুলিদল হেরি অপমানে। চম্পক মধুপমালা জপে নিশি দিনে॥ সম্বরারি স্বকামান সন্ধানের হেতু। বুঝি উরুছলে তার বিরচিল সেতু॥ নিবিড় নিতম্ব তার অবনী বিশেষ। জানিয়া অশেষ শিরে ধরিলেন শেষ॥ পুরুষ কুঞ্জর কুল বিনাশ করিতে। গিরি ছাড়ি হরি তার বসেছে মাঝাতে॥ ললনালাবন্য নীরে ত্রিবলীর ছলে। মদন পবনে যেন লহরিকা খেলে॥ নাভিপদ্মে মধুআশে মধুকর পাঁতি। লোমাবলি ছলে সদা করে গতাগতি॥ কি কহিব সে তাহার ভুজের বিলাস। কাম কল্পলতা বুঝি হয়েছে প্রকাশ॥ কিম্বা স্মর সমর করিতে পরাজয়। সে ভুজযুগল তার সুঅর্গল হয়॥ মনজ সাগরে পাছে মজে বা ভাবিনী। ভাবিয়া এভাব সদা স্বয়ম্ভু আপনি॥ হারছলে রতন রচিত রজ্জু দিয়ে। কনক কলস যুগ্ম বাঁধিল হৃদয়ে॥ অথবা সে সুকুমারী স্বনয়ন বাণে। যুবজনে বিন্ধিয়া ব্যাকুল করে প্রাণে॥ এতার দুষ্টতা দূর করিতে লোকেশ। উরজ ভূধর বক্ষে করিলা নিবেশ॥ তাহার সুন্দর গ্রীবা বিদ্বেষ কারণে। কম্বু কর পত্রে হয় বিদীর্ণ আপনে॥ তাহে মুক্তাময় মালা করে ঝলমল॥ সুমেরু শিখরে যেন সুরধুনীজল॥ শশীসহ সে মুখের তুলনা তুলিতে। উঠিল কৈরবনাথ অধিক উর্দ্ধেতে॥ তাই বিধিমতে বিধি যতন করিয়া। পূজিল নাসিকা ছলে তিলফুল দিয়া॥ গৃধিনী গঞ্জিত তার শ্রবণ

যুগলে। অবতংশ ইন্দীবর অলি রুতচ্ছলে॥ পুনঃ পুনঃ এই কথা কহে মৃদুভাষে। পরাভূত আমি তব নয়ন বিলাসে॥ হেরিয়া সভয় সদা তাহার ভ্রূধনু। ফুলধনু তনু তেজি হইল অতনু॥ স্ব স্বভূ সংসার ছাড়ি সরসিজ মাঝে। স্বতনু গোপন করি সতত বি রাজে॥ শশীভাল শশাঙ্ক ধরিল স্বললাটে। বসিলা বৈকুণ্ঠপতি ক্ষীরোদ নিকটে॥ কুটিল কুন্তল তার নিরখি চমরী। অভিমানে বনে গেল গৃহ পরিহরি॥ কি দিব তুলনা রূপে তার একাধারে। বর্ণিবে শ্রীনারায়ণ তাহা কি প্রকারে॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখাগণের প্রবোধদান॥

পয়ার। এমতে অনেক মত কহিতে২। অবাক হইলা বাক্য না সরে কহিতে॥ তাহা দেখি মনোদুঃখি গোপাল সকল। বলে হায় একি দায় হইল বিকল॥ উঠ২ প্রাণবঁধু একোন চরিত। কথা কও২ কেন হেন বিপরীত॥ তুমিহে ব্রজের প্রাণ সবার জীবন। দেখিতে কি পারি তোর বিরস বদন॥ সহজে সুন্দর তোর তনু সুকুমার। ধুলায় লোটায় হায় ধরণী মাঝার॥ এমন বিমন কেন দে খিরে তোমারে। কি ভাবে এভাব ভাই বলনা আমারে॥ স্বভাবে সু ভাব হয়ে ভাব কি অভাবে। বিশেষ না কহি কেন আছ মৌনভা বে॥ আমরাতো সখা বটি সদা সঙ্গে ফিরি। তবে হে গোপন কেন কর বনয়ারি॥ যদি ও রমণী তরে এতোর বিকার। আমি মিলাইব আনি ভাবনা কি তার॥ রসা রসাতলে কিম্বা স্থলে বা স লিলে। উপায়ে আনিতে পারি ত্রিদিবে থাকিলে॥ সকামা কা মিনী সেতো সহজে কামিনী। তাহারে আনিতে বহু আয়াস না গণি॥ তবে হে অস্থির কেন স্থির কর কায়॥ স্বহায় করিয়া তার করিব উপায়॥ সকলে মিলিয়া মোরা করিব যতন। যতনে রত ন মিলে বিধির বচন॥ রবিকুলে রঘুনাথ দেখ পূর্ব্বকালে। উ পায়ে রচিলা সেতু অকূল সলিলে॥ এবা কোন ভার বটে বলনা

তাহাতে। আমরা তাহারে আনি মজাব তোমাতে ॥ এতে সখার মুখে করিয়া শ্রবণ। কহেন সবার প্রতি মদনমোহন বন্ধুসব তোমরা যে কহিলে সকল। তাহা সব মম মনে জাগে অবিকল ॥ কিন্তু লাবন্যময়ী ললনা হেরিয়া। গেছেহে সকল জ্ঞা তাহারে স্মরিয়া ॥ কি তার বিমল রুচি বদন মাধুরী। হেরিয়া নয়নে পুনঃ পাসরিতে নারি ॥ দংশিল ভ্রূভুজঙ্গিনী আমার এতনু জর্জ্জর করিল তাহা গরল অতনু ॥ ঈষদ বঙ্কিম হাস্য কটাক্ষ ক্ষেপণ। করিয়া হরিল ভাই মোর আঁখিমন ॥ কি করিব কিসে পাব সে হেন রমণী। ভাবিয়া এভাব সদা ব্যাকুল পরাণি ॥ হা বিধি নিধি মোরে করিয়া প্রদান। পুনরপি অরে কেন করিলি অ দান ॥ ধিক২ ধিক তোরে কি কব অধিক। কত দুঃখ দিলি মোর হরো প্রাণাধিক ॥ এত বলি বনমালী হইলা আকুল। বি চ্ছেদ সাগরে পড়ি নাহি পায় কুল ॥ হেনকালে আইলেন রেবতী রমণ। হেরিয়া করিলা হরি সেভাব গোপন ॥ তবে সবে মেলি হলী সহিতে সদনে। চলিলেন বনয়ারি মনের গুমানে। কৃষ্ণ লীলা রসোদয় সুধাসিন্ধুসার। কহিছে শ্রীনারায়ণ একবিন্দু তার ॥

অথ শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ বিরহে দশম দশা বর্ণন ॥

পয়ার। নৃপতি নন্দিনী হেথা পড়িয়া কাঁপরে। অবিরত নশ ঙ্কিত অতনু প্রহারে ॥ সদা ভাবে প্রিয় ভাবে ভানবী ভাবিনী ॥ কামিনী কামিনী বিষাদিনী পাগলিনী। সন্তত বিদগ্ধমনা বিদগ্ধ বিহনে। মলিনা অঙ্গনা অঙ্গ মদন দহনে ॥ দ্রব্যগুণ দাবাগুণ শতগুণ সম। সগুণে বিগুণ গুণ সুষমে বিষম ॥ কমল বিমল সদা সজল নয়ন। পুলকিত লোমাঞ্চিত বিষন্ন বদন ॥ সুবর্ণ বিবর্ণ করি সে বর্ণ চিকন। বিবর্ণ করিল তাহা দুরন্ত মদন ॥ অকুল তরঙ্গে

পড়ি কাণ্ডারী বিহনে। তরুণ তরণী হয়ে তরেবা কেমনে॥ অলসে অবশ অঙ্গ স্বরসে বিরস। বিনা শ্বাস বহে শ্বাস নীরস মনস॥ নাগর বিহনে মনপাখি সচঞ্চল। ছুটে যেতে চায় পায় কুলের শৃঙ্খল॥ অন্তরে অন্তর জ্ঞানে অন্তর উদাস। নিরন্তর ভাবান্তর ভাবিয়া নিরাশ॥ পরমা রূপসী সেতো সহজে ষোড়শী। বিচ্ছেদ হুতাশে তাহে রহিয়াছে বসি॥ মনোহৃত সহ সুখ সমিধ লইয়া। প্রলাপ আলাপ মন্ত্র মুখে উচ্চারিয়া॥ কাতর অন্তরে কত দিতেছে আহুতি। অভিপ্রায় অধিষ্ঠান করে প্রিয় পতি॥ বলে হায় কব কায় কে ইহা শুনিবে। আমার মনের দুঃখ কে আর জানিবে॥ সে দিন কি পুনরায় হইবে আমার। হেরিব নাগররাজে নয়ন আঝার॥ সেরূপ সুরূপ সাখি অনুপ জগতে। নবীন নিরদ সদা বিষদ যাহাতে॥ ললিত ত্রিভঙ্গ একে শরীর সুঠাম। সে চাঁদবদন হেরি কান্দে কত কাম॥ কিরূপে সে রূপ পুনঃ হেরিব নয়নে। হেন কে সুহৃদ আছে আনিবে সে জনে। এভাবে ভাবুক ভাবে ভাবিতা ভাবিনী। ভ্রমে পবনেরে বলে কি হবে সজনি॥ শয়ন ভোজনাসনে সুতাপিতা বালা। কি ছার নিদ্রার তাহে এবিছার জ্বালা॥ কিসাধে বিবাদ সাধে কত না উন্মাদ। সখীজনে মনে গণে একোন প্রমাদ॥ শীতল সলিল ঢালে রাধিকার গায়। সতৈল অনলে জল দিলে যেন তায়॥ আতর চন্দন চুয়া করেছে লেপন। নবকালকুট তাহে করিছে ভৎর্সন॥ কুসুম শয়ন রচি তাহাতে শোয়ায়। ভীষ্ম যেন রণস্থলে বিশিখ শর্য্যায়॥ বেশ করি দেয় কেশ গলিত দেখিয়া। সে যেন অতনু তনু প্রহারে বাঁধিয়া॥ নিজ নখরল রুচি নেহারি নয়নে। সুধাংশু কুটাংশু কটি করি মনে মানে॥ তাহাতে উত্তানকর করিতে কামিনী। কমল ভ্রমেতে হয় অধিক তাপিনী॥ সে ভয়ে দূরেতে ভুজ করিতে ক্ষেপণ। বলয় ঝঙ্কারে হয় ভ্রমরে স্মরণ॥ তাহে উচ্চ রবে কুহুরব অনুমানি। মূর্চ্ছিতা ধরণীতলে পড়িল কামিনী॥ পলকে প্রলয় কত করে হায়২।

কি জানি কিরূপে দিন যামিনী গোঁয়ায় ॥ প্রভাত তপন তাপে ফুটিছে পদ্মিনী। যুটিছে বিষাদ তাহে ছুটিছে পরাণি ॥ যামিনী নাগিনী মণি রাখিয়া গগণে। নিপুণা রয়েছে যেন তাহার দংশনে ॥ মাধবী মালতী আদি ফুটে ফুলকুল। মরম বিন্ধিছে যেন মদনের শূল ॥ ডালে২ পিক দলে করে কোলাহল। ভ্রমরার গানে সদা অন্তর বিকল ॥ জ্বর২ তনু মন অতনুর শরে। হা কান্ত২ বলি অবিশ্রান্ত স্বরে ॥ এরূপে রূপসী নিশি দিবস কাতরা। কহিছে শ্রীনারায়ণ প্রেমের এ ধারা ॥

অথ বসন্ত বর্ণন ॥

মঞ্জুল একাবলি ॥ এমনে সে মনে দিবস যামিনী। বিরহে রহে সদা বিষাদিনী ॥ বসন্ত সামন্ত সহিতে সাজিয়ে। নিতান্ত অশান্ত হৈল সে সময়ে ॥ সুষম কুসুমে শোভে উপবন। সৌরবে গৌরবে বহিছে পবন ॥ অশোকেতে শোক সতত বাড়ায়। লাগে নাগেশ্বর শরসম গায় ॥ সহ সহকার ফুটিল বকুল। গন্ধে গন্ধরাজ নাশে জাতি কুল ॥ কামিনী কামিনী বিঘাতন করে। কিংশুক কিং সুখে নখরে বিদরে ॥ কেতকী কেতু কি কামের করাত। বট২ সেই করিছ আঘাত ॥ বাসকে বাস কে করিয়া রয়েছে। সে মূলে সীমুলে উদয় হয়েছে ॥ চম্পকে২ ধরিয়াছে শূল। যাতি জাতি নাশ হেতু করে তুল ॥ বেলি বেলিকতা এত কি তোমার। কুরু২ বক ক্ষম এইবার ॥ পাটলে পাটলে হেরিয়া নয়নে ॥ নিল নীলঝিণ্টি বুঝি প্রাণে২ ॥ রবে রবে স্থির কেবা কোকিলার। পিয়ু২ রটে পাপিয়া আবার ॥ গুণ২ স্বরে তুলিয়া তান। একি২ করে ভ্রমরা গান ॥ কুলে২ বুঝি তারাই ছুটিছে। কুলে২ সেই কলঙ্ক উঠিছে ॥ মনে মনমথ হানিছে বাণ। মানে২ আর রহে না মান ॥ তনু তনু একে সহজে অবলা। প্রাণে২ বাঁচা হৈল বহুজ্বালা ॥ মধু মধুমাসে কাল

হন তায়। বিধু বিধুমুখীগণে হেরে দায়॥ যত যতনেতে সমাহরে
ন। মনে২ জানে সে শ্রীনারায়ণ॥

অথ মধুযামিনীতে শ্রীরাধিকার বিরহ বর্ণন॥

ত্রিপদী॥ একদা ক্ষনদাভাগে রসবতী রসরাগে সহচরি সমূহ
হিতে। ত্রিযামা সুষমা সমা মাঝে সমা নহে সীমা নিরুপমা মানব
লাকেতে॥ অতামসী ত্রয়োদশী নভসি সদসি শশী নিশি দিশি
প্রেয়সী সঙ্গতি। বিহরে প্রমোদ ভরে প্রিয়া প্রিয় হিয়া পরে সখি
হয়া রতি রসে মাতি॥ গলিছে পীযূষ ছলে রূমজ করজ তালে
গন্ধবহ বহে অনুকূল। বিলজ্জ বাসব আশে হেরি হাসে পরিহা
শে আশে পাশে যত ফুলকুল॥ মাধবী মালতী যাতি যূথে২ যূথি
ভতি গোলাপ গুলঙ্ক গুলানার। সুচারু চমেলি বেলি অশেষ না
গেশ আলি গন্ধরাজ চম্পক নিকার॥ জয়ন্তী জীবন্ত যত সেবন্তী
সুন্দর কত অপ্রমিত কামিনী ধোরণী। ভ্রমরার কলকলে মৃদুগ
তি গতিছলে কোপে কম্পে কুমুদ কামিনী॥ ভূচর খেচর দল
করে সবে কোলাহল কুহুরবে কোকিলা কুহরে। রথাঙ্গ অনঙ্গ
ভরে প্রেয়সী বিরহজ্বরে রোদন করিছে উচ্চস্বরে॥ সহজে বসন্ত
কাল কাল হেন সুজঞ্জাল কালাকালে বিনিময় গতি। তাহে সে ন
বীন বালা নাহি জানে কোন জ্বালা অখলা সরলা সে যুবতী॥ ঘুরি
ছে বিটপি বায় পড়িছে পথিক তায় মুরুছিত পান্থ প্রণয়িনী।
অনুদিন আঁখিনীরে প্রোষিতাজ্ঞি যেক করে মুকুলিত রসালের শ্রে
ণী॥ পাইয়া উজ্জ্বল নিশি গগণ ভবনে বসি কামকুণ্ড সুধাংশু ম
ণ্ডলে। বিরহ দহন জ্বালি স্ফুলিঙ্গ তারকাবলি সুক্ত পড়ি পিক
রুতচ্ছলে॥ সুখাদি সমিধ কত বিয়োগী জীবন ঘৃত অবিরত করি
ছে হবন। অনুমান করি মনে জয়ী হেতু জগজনে যজ্ঞ করে যো

গীন্দ্র মদন॥ যামিনীর সুপ্রকাশ কামিনীর কামোল্লাস মনোজ্ঞ বিলাসে সুতৎপরা। শুয়েং সুখেং বুকেং মুখেং পতিসঙ্গ রঙ্গ রসে ভোরা॥ আছে অতি অনাপদে স্বাহ্লং পদেং অবিবাদে অ মোদে মগনা। রসিক প্রেমিক যত প্রেমে পুলকিত চিত করে কত স্মরত ঘটনা॥ রসাভিসারিকা যারা নবরসে মাতআরা তাড়াতাড়ি সারি সব কায। নাথের আসার আশে প্রণয়িনী প্রেম আশে চলে সমুচিত করি সাজ॥ পতি ভুজ ভুজঙ্গিনী শ্লথ করি সীমন্তিনী কুলাচল চরণে ঠেলিয়ে। অমূক মঞ্জীর ছাড়ি পাওর অম্বর পরি মরি কত সশঙ্কিত হিয়ে॥ চুপিং চলে তারা কেহ পাছে পায় সাড়া চঞ্চল নয়নে ঘন চায়। হেতু বিহনে চমকে ক্ষ ণে দাঁড়ায় থমকে ভাবে বুঝি ঘটিল কি দায়॥ কেহবা বাসর সজ্জ পাতিয়া প্রসূন সজ্জা লজ্জা তেজি সজ্জা করে কায়। কোন উৎ কণ্ঠিতা রামা কান্ত ব্যাজে হয়ে কামা পতি প্রতি দূতীরে পাঠায়। কেহ বা খণ্ডিতা হয়ে কটু কহে গালি দিয়ে কেহ কলহান্তরিত ভাবে। দারুণ পতি বিচ্ছেদে কাঁদিতেছে অবিচ্ছেদে প্রেমাধীনি প্রেমের অভাবে॥ বিপ্রলব্ধা আদি যত স্বভাবেতে অনুগত কত কব করিয়া বিশেষ। শোভা হেরি সে ষোড়শী সুখাভাবে সারানি শি দুঃখের নাহিক অবশেষ॥ পড়িয়া প্রেমের দায় বুঝি কি পরাণ যায় হায়২ করে অনিবার। হানে শর শরেশ্বর জ্বরং কলেবর ঝরং নয়নেতে ধার॥ বিষম প্রেম পাথার সে নাহি জানে সাঁতার তাহে পার সেবা কিসে হয়। তরঙ্গ তুফানে তরী বিহনে যেন কাণ্ডারী মরিং ভাসে নিরাশ্রয়॥ বিষাদে বিদরে বুক মলিন সে বিধুমুখ চ ঞ্চল চোরের মত চায়। সতত তাপিত প্রাণ হানিছে বিচ্ছেদবাণ জগৎপ্রাণ প্রাণ হন্তাপ্রায়॥ কোকিলা পঞ্চম গায় ভ্রমরা ঝঙ্কারে তায় প্রমদায় ফেলিছে ফাঁপরে। দারুণ বিচ্ছেদ জ্বালা কত ব সহিবে বালা জ্বালাতন মানিছে অন্তরে॥ ফুটে যত ফুলকুল হেরি মন বিয়াকুল শূলসম প্রতিকূল মানি। সবাকার শবাকার করে মহা হাহাকার প্রতিকার বিনা প্রমাদিনী॥ শীতল সুধাংশুকর

প্রখর সে দাহকর চন্দন গরল সম বাসে। গোলাপে প্রলাপ বিধি অন্তরে কাতর হৃদি ক্ষণে শ্বাস ছাড়িছে নিরাশে॥ হাকান্তং করি অবিশ্রান্ত সুকুমারী ভরমে তমাল করে কোলে। হেরি কুব লয়দল মদা আঁখি ছলং বঁধুরূপ লিখে নখরলে॥ কি কহিব সখি শেষ শ্বাসমাত্র আছে শেষ কেশ বেশ নাহিক সেরূপ। কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দ্দশী শুক্ল প্রতিপদ নিশি শশী সম হয়েছে স্বরূপ॥ বহড়ান গ্রামে ধাম শ্রীব্রজগোবিন্দ নাম চট্টরাজ গুণরত্নালয়। বরজ তাঁর নন্দন এদীন শ্রীনারায়ণ কহে কৃষ্ণলীলা রসোদয়॥

অথ শ্রীরাধিকার খেদ॥

ললিত ত্রিপদী॥ কহিছে কামিনী সে মধুযামিনী হেরিয়া তাপিনী হইয়া। নয়ন কমল করে ছলং হৃদে কামানল সহিয়া॥ আলোং সখি বলো একি একি সেকমল আঁখি বিহনে। যে ছিল সুহৃৎ সে হল কুরীত হেরি বিপরীত নয়নে॥ দেখলো সজনি এ মধু রজনী কহে সুখজনি সকলে। এবিনে সে কান্ত জ্বলায় একান্ত বিচ্ছেদ অশান্ত অনলে॥ একি সুধাকর হয়ে সুধাকর সখি সুধা করনিকরে। ধরিয়া সন্তাপ বাড়ায় সন্তাপ সে কেন সন্তাপ শী করে॥ একি কালগুণ পেয়ে কালগুণ এক পালগুণ বিশেষে। হয়ে শশধর হৈল বিষধর বাকি অতঃপর কি শেষে॥ ওরে সুধানিধি সুধাই সে বিধি তুমি কি অবধি এগুণে। ধরেছ হে গুরু কে তোমার গুরু জ্বালাতেছ উরু যে গুণে॥ থাক শম্ভু শিরে ভুজঙ্গ শিবিরে সেই কি শরীরে গরলে। করেছ পরশ হয়েছ বিরস রহিছ মনস যে কলে॥ ভালং শশী নাশিয়া ষোড়শী সে কলুষ মসী ধরেছ। পেলে অধিকার তার প্রতিকার হবে যে প্রকার করেছ॥ ওহে পিকবর কেন নিরন্তর কর কল স্বর কপটে। পাইয়া অবলা কেন দাও জ্বালা যাওং কালা নিকটে॥ আমি এমাধবে

বিনা সে মাধবে তব কুহু রবে কেমনে। ধরিব জীবিত ওহে পরভুত হইয়াছি ভীত হে মনে॥ তুমি বনপ্রিয় জগতের প্রিয় হইয়া অপ্রিয় বচনে। দেওয়া নহে ক্লেশ কান্তসমাশ্লেষ আমার বিশ্লেষ কারণে। ওহে অলিকুল হও অনুকূল তেজ প্রতিকূল ভারতী। করি গুণ২ নাহি আর গুণ দিও না দ্বিগুণ আরতি॥ মোরে পেয়ে ক্ষীণ কেনহে দক্ষিণ পবন অক্ষীণ স্বরূপে॥ করহে বামতা তেজিয়া সমতা জ নিবে শ্যামতা কিরূপে॥ তুমি সদাগতি করি সদা গতি মোর সদ গতি নিলয়ে। কহি মোর ক্লেশ দিওনাক ক্লেশ সদাসে অক্লেশ আল য়ে॥ ওরে মনমথ একেমন মত কেন মনমথ বিশিখে। যা বলিবি বল তোর যত বল বিদিত কেবল ত্রিশিখে॥ ওহে ফুলকুল ধরেছ মুকুল বুঝি জাতিকুল নাশিতে। বল চক্রবাকী আছে কিবা বাকি লেগেছ আবাকি শাসিতে॥ এরূপে রমণী সে নাগরমণি বিরহে রজনী দিবসে। প্রেমের উন্মাদে মহত প্রমাদে আছে সদা হৃদে বিরসে॥ বদন মলিন ভেবে তনু লীন যেন অতি দীন দুঃখিনী। এ শ্রীনারায়ণ করিছে স্মরণ সে যুগ্মচরণ নলিনী॥

অথ প্রিয়সখীদিগের জিজ্ঞাসাক্রমে শ্রীরাধিকার নিজভাব প্রকাশ॥

ত্রিপদী॥ এরূপে সে বিনোদিনী প্রেমাভাবে প্রমাদিনী বিষ দিনী পাগলিনী প্রায়। নিরন্তর আঁখিনীরে কিছুই নাহিক হেরে অবিরত করে হায়২॥ বিষম বিচ্ছেদ বাণে ব্যাকুল হয়েছে প্রাণে নাহি জানে দিবস রজনী। দুগ্ধফেণ শয্যা ছাড়ি বসন অঞ্চল পাড়ি গড়াগড়ি পাড়ে প্রণয়িনী॥ রাধার অন্তর ব্যাধি কিরূপে হবে সমাধি নিরবধি ভাবে সখীজনে। কি হবে তার উপায় কিছু ভাবি য়া না পায় দুঃখি প্রায় হেরি জনে২॥ সকলের প্রাণাধিকা শ্রী শ্রীমতী রাধিকা তদাজ্ঞা পালিকা নিরন্তর। প্রিয় নম্র সখী যার

বিশেষে সবে কাতরা নেত্রে ধারা না হয় অন্তর ॥ কেন্দে কহে বিধুমুখী কেন হলে এত দুঃখি তেজ সখি বিরস বদন। সুবর্ণ জিনি যে বর্ণ সে কেন হৈল বিবর্ণ কেন পূর্ণ শশীতে গ্রহণ ॥ আমরি নাহি সুবেশ গলিত হয়েছে কেশ হেরি ক্লেশ পাই মোরা সবে। অধরে মধুর হাস নাহি বচন বিলাস হেরি ত্রাস হয় প্রতি লবে ॥ মরি প্রাণ প্রিয় সখি সদা ছলং আঁখি কেন দেখি করিতে রোদন। ক্ষণে ছাড়িছ নিশ্বাস ক্ষণে গণিছ হুতাস ক্ষণে করো ধরাতে শয়ন ॥ ক্ষণে করি দরশন ক্ষণে কহ কুভাষন কিবা মন কিছুই না জানি। মোরা সহচরী হই তব মত ছাড়া নই তবে কেন না কহ সজনি ॥ একি প্রেমাভাবে তোর হয়েছে এদশা ঘোর কোন চোর করে মন চুরি। অনুমানে বুঝা যায় কামিনী কুল মজায় ব্রজে কেবা বিনা বনয়ারি ॥ কহ সখি বিবরণ ভাব সদা যে কারণ নিবারণ তাহে না করিব। তোমার যে অভিলাষ পূরাব করে প্রয়াস এমন আয়াস নিবারিব ॥ সহচরী বাক্য শুনি লজ্জা তেজি সুবদনী সে কাহিনী কহেন সবারে। বলে ধনি মোর ক্লেশ যেহেতু তা সবিশেষ জানি কেন কহ বারেং ॥ যেংবধি কুসুম তোলা সেংবধি ঘটিল জ্বালা কালা মোরে ফেলিল শঙ্কটে। মনে করি তারে ভুলি মনো মাঝে বনমালী উদয় রয়েছে অকপটে ॥ কিবা সে মোহনরূপ জিনি কোটি সুধাকূপ অপরূপ সুমাধুর্য্য সার। কিবা সে মুখের হাসি উগারে পীয়ূষ রাশি কিবা মুখ শশী চমৎকার ॥ অশেষ লাবন্য ধাম কিবা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম কিবা সেই শ্যাম কলেবর। কিবা নয়ন সিছনি কিবা সুচারু চাহনি কিবা পক্ব বিম্বফলাধর ॥ রমণী জনার মন ছলে যে করে হরণ ভুবনমোহন চারু বেশে। মোর নেত্র পথ দিয়া সে হৃদে আছে পশিয়া তারে পাসরিব বল কিসে ॥ তার লাগি মনমথ বিশিখে করে আহত তাই এত জ্বালা প্রাণে সই। সে মোর জীবনাধার তাহারে করেছি সার যা করে সে তাহা ছাড়া নই ॥ যায় যাবে কুল মান হই হব অপমান তবু প্রাণ তাতে আছে রত। জীবন যৌবন ধন তারে করি সমর্পণ দাসী হব জন

মের মত॥ এসব কহিতে ধনী শুনিল মুরলী ধ্বনি আচম্বিতে যমুনার কূলে। অবশ হইল অঙ্গ বাড়িল প্রেমতরঙ্গ আতঙ্গে পড়িল ভুমিতলে॥ স্পন্দহীন হেরি কায় সন্দ ভাবি সখী তায় হায়২ করে সকলেতে। অশোক মুঞ্জরী গিয়া ত্বরায় তাঁরে তুলিয়া বসাইল আপন কোলেতে॥ বলে সই কেন২ দেখিতেং হেন হইলে কি শুনিয়া শ্রবণে। দেখিয়া তোমার মুখ বিষাদে বিদরে বুক কেন এত দুঃখ ভাব মনে॥ স্থির হও সুবদনী বলি যাহা শুন ধনি বিষাদিনী কেন হও এত। পীরিতি কি রীতি সই শুন আগে তাহা কই তবে তাতে হইবে হে রত॥ বহড়ান গ্রামে ধাম শ্রীব্রজ গোবিন্দ নাম চট্টরাজ গুণরত্নালয়। বরজ তাঁর নন্দন এদীন শ্রীনারায়ণ কহে কৃষ্ণলীলা রসোদয়॥

অথ সহচরীদ্বারা উপদেশছলে প্রেম নিন্দা॥

মধুর ত্রিপদী॥ কহিছে সজনী শুন বিনোদিনি পীরিতি বাজারে যেওনা। অমৃত বলিয়া ভরমে ভুলিয়া ভুলিয়া গরল খেওনা॥ পীরিতের হাট কপটের নাট শঠের বসতি তায় হে। লজ্জা ভয় আদি তাহে নিরবধি প্রতিবাদী পায়২ হে॥ আছে বটে তথা শুনেছি একথা মনোমত উপায়ন হে। ভালবাসা ফল যাহে অবিকল কলঙ্ক কণ্ঠকগণ হে॥ বিচ্ছেদের বাণ পূরিয়া সন্ধান মদন ফিরে তথায় হে। দিয়া মন ধন লইতে সে ধন পুনঃ ফিরে পাওয়া দায়হে॥ আশা তরুতলে বসিয়া বিরলে অধৈর্য বাটপাড়হে। পাইলে রমণী হরয়ে অমনি লাজ কুলমণি তার হে॥ শরলতা নীরে অবিরত ফিরে অভিমান জলচর হে। পথ পরিশ্রমে খেলে মনোভ্রমে বিক্রমে করে কাঁপর হে॥ তুমি কুলবালা সহজে শরলা না জানি প্রেমের গুণ হে। গিয়া প্রেমহাটে কহ কেন বাটে আপনি হইবে খুন হে।

আমার এ বাণী যদি কমলিনি না মানি করিবা তাই হে। তখনি দেখিবে যখন ঠকিবে ঠেকিবে ঠকের ঠাঁই হে॥ কন বিধুমুখী কি করিব সখি উপায় কি করি তার হে। সে মোরে হেরেছে মরমে মেরেছে শরেতে সেরেছে মার হে॥ ভাবিনে কেমনে বাঁচিব পরাণে কুলমান কিসে রয় হে। যদি গুণনিধি না মিলায় বিধি তবে কি এদুঃখ সয় হে॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধিকার অনঙ্গ পত্রিকা প্রেরণ॥

পয়ার॥ রাধিকা কহেন সখি কি কর অপর। পরলাগি আঁখি মন হইয়াছে পর॥ নিজ পর নাহি মানে পরপ্রেম রস। পর হেতু পর কেন হয় পরবশ॥ পরে কি করিবে পরে না ভাবিয়া পর। পর প্রাণ আশে প্রাণ হয়েছে তৎপর॥ পরের পরশ রসে পর বশ তনু। পরাধীন করে পরে পরশে অতনু॥ পরম যতনে পরে পাশরিতে নারি। পরিজন পরিবাদে সদা পুড়ে মরি॥ কালা মোর কাল হয়ে কি করিল সই। ভাবিনে পরাণে কেন স্থির নাহি হই॥ কালা যদি হয় কালো মানিকের মালা। গলায় পরিয়া তারে ঘুচাই এজ্বালা॥ তাহে যদি কোন জন কোন কথা কয়। কালা ভাবি কালাকুল তেজিব নিশ্চয়॥ কালা কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া। বেড়াইব দেশে২ যোগিনী হইয়া॥ অথবা তেজিব তনু কালিন্দীর জলে। কান্ত যেন হয় কালা মোর পরকালে॥ শুনি সহচরী সব ভাবে মনে২। কেমনে এমনে ধনি রবে নিবারণে॥ ফুটেছে অন্তরে অনুরাগের কুসুম। ছুটেছে সৌরভ তার দিগন্তে অসম॥ যুটেছে আশাষট্পদ তাহাতে সকল। লুটেছে ধৈরয মধু যাহে অবিকল॥ হায় কি হইবে এবে ইহার উপায়। কেমনে সে কৃষ্ণধনে বিনোদিনী পায়॥ যাতে হয় সে যতন সকলে করিব।

নতুবা এ দুঃখ আর কেমনে হেরিব॥ প্রকাশিয়া কহি ধনি ধৈর্য্য ধর চিতে। উপায় কহিয়া তার পরাণে বাঁচিতে॥ অনঙ্গ পত্রিকা এক করিয়া লিখন। নাথের নিকটে ধনি পাঠাও এখন॥ চতুরা দূতিকা হয় বৃন্দা সহচরী। তাহারে প্রেরণ কর কান্ত বরাবরি॥ নহিলে এরূপে আর কেমনে বাঁচিবে। কান্দিয়া বা কতদিন রজনী গোঙাবে॥ এত সহচরীদের আশ্বাস বচনে। বিশ্বাস করিয়া আশ করিলা জীবনে॥ লিখিয়া অনঙ্গ লিপি বৃন্দারে অর্পিলা। কহিছে শ্রীনারায়ণ এ অদ্ভুত লীলা॥

অথ অনঙ্গপত্রিকা লইয়া বৃন্দার শ্রীকৃষ্ণহস্তে সমর্পণ॥

পয়ার। লইয়া অনঙ্গ লিপি বৃন্দাসহচরী। কৃষ্ণ প্রতি সমর্পিতে চলে ত্বরাত্বরি॥ এখানে নাগর অতি অধিক কাতর। ভাবিনীর ভাবে সদা ভাবিত অন্তর॥ মদন জলধি জলে নাহি পায় পার। তরুণী তরণি বিনা কে করে নিস্তার॥ অনিবার হাহাকার মদন বিকারে। নয়নের বারি সদা নয়নে নিবারে॥ বিরহ দহনে নিরন্তর দহে তনু। ভাবিয়া২ সদা তনু সে সুতনু॥ লোকলাজ ভয়ে কারে না কহে, ফুকুরে। শয্যায় গোঙায় কাল গুমুর গুমুরে॥ কি করিব কি হইবে ভাবেন উপায়। নিরুপায় মনে গণি করে হায়২॥ দিবানিশি ভাবে বসি বিকল জীবন। জীবন ধারণ হেতু কেবল জীবন॥ নিরাশে নিশ্বাস ছাড়ে অন্তরে বিষাদ। প্রমদার প্রেম দায়ে গণিছে প্রমাদ॥ সেকালে শ্রীদাম আদি বয়স্য সঙ্গতি। ভ্রমেণ অশোককুঞ্জে প্রিয়া শোকে মাতি॥ অন্তরে প্রেয়সী বিনা কিছু না প্রকাশে। বাহিরে স্বজন সঙ্গে ভাসে পরিহাসে॥ দেখ হে শ্রীদাম আদি কিবা সুশোভন। প্রস্ফুটিত হইয়াছে অশোক কানন॥ কিবা মধুকরগণ করিছে ঝঙ্কার। কোকিলের রবে চিত্তে করে চমৎকার॥ কিবা দেখ

মন্দ২ বহিছে পবন। কুসুম সুগন্ধে আমোদিত উপবন॥ এই দেখ তরুলতা প্রফুল্লিত হয়ে। মৃদুল অনিল বেগে মুহুরান্দোলয়ে॥ বোধ হয় শ্রীমধু মঙ্গলে দেখি সবে। হাসিয়া নাচিতে কহে দেখাযায় ভাবে॥ পরিহাসপটু বটু শ্রীমধু মঙ্গল। কহিছে রাখালরাজে পেয়ে সেই ছল॥ কৃষ্ণ যেকহিলে ভাই এনহে সম্মত। হাসিছে তোমারে দেখি তরুগণ যত॥ লতাগণ আমারে হে নাচিতে না কয়। আন্দোলিত হয়ে কহে তোমার হৃদয়॥ তুমি যেন মুখে হাস হৃদয়ে চঞ্চল। প্রকাশয়ে সেই ভাব বিটপী সকল॥ কৃষ্ণ কন কি চাঞ্চল্য দেখিলে আমার। বটু কহে জানা আছে সব ব্যবহার॥ কহ বা না কহ তুমি মনের ভারতী। গেছে হে তোমার জ্ঞান [illegible]র সে যুবতী॥ সে দিন দেখেছি তব যেমন ধৈর্য্যতা। আর কেন প্রকাশহ নিজ গাম্ভীর্য্যতা॥ বয়স্যের এই বাক্য শুনি দামোদর। প্রিয়ার স্মরণে চিত্তে অধিক কাতর॥ মুখে কন ওরে মূর্খ বাচাল ব্রাহ্মণ। শুষ্ক পরিহাসে আছে কোন প্রয়োজন॥ সে দিন করিলে সবে যাহা অঙ্গীকার। কই তোমা সেসবার উচিত আচার॥ কে ধনী সে সুনয়নী কহিতে নারিলে। মিছা লোভ দিয়া ক্ষোভ সমুদ্রে ডারিলে॥ এরূপ আলাপে সবে আছেন কাননে। হেন কালে বৃন্দ দেবী আইলা সেখানে॥ জয় ব্রজরাজ সুত বলি সম্ভাষিয়া। অর্পিলা অনঙ্গ লিপি নির্জ্জনে আনিয়া॥ কৃষ্ণ কন এ লিপি কে করিল প্রদান। বৃন্দা কহে পড়ি দেখ পাইবে সন্ধান॥ তবে কৃষ্ণ লিপি বন্ধ করিয়া মোচন। মনে২ গুণমণি করেন পঠন॥ শ্রীশ্রীনারায়ণে বলে শুন রসময়। গোপন রাখিবে যেন প্রকাশ না হয়॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের অনঙ্গ পত্রিকা পাঠ॥

বক্র ললিত চতুষ্পদী॥ জয়তি সু নাগর রসিক গুণাকর রঙ্গী

মনোহর জগতে। তোমার সুলাবন্য তুলনাতে অনন্য হেরিয়া সে অরণ্য মাঝেতে॥ দহিছে মনমথ মনেতে অবিরত কেমনে জ্বালা এত সহিব। অবলা নৈত নই মরমে মরে রই কাহারে তোমা বই কহিব॥ তোমার ভুভুজঙ্গ স্মরণে যে আতঙ্ক কহিব তা ত্রিভঙ্গ কেমনে। তব শ্রীমুখ শশী পীযুষ না পরশি দহিছে দিবানিশি দহনে॥ শুন হে রসময় প্রাণেতে যত সয় কব কি সমুদায় তোমারে। বিহনে প্রাণকান্ত হয়ে সসামন্ত হানিছে একান্ত আমারে॥ পাতিয়া সুবিশাল কুসুম সরজাল বিন্ধিছে অনুকাল মরমে। কোকিল কুহুরবে মরি হে উচ্চরবে কামিনী কিসে রবে শরমে॥ ভ্রমরা গুণ২ নিনাদে হে দ্বিগুণ হইল কিবিগুণ একালে। তাহাতে সমী রণ করিতে চাহে রণ আছে কি বিরণ কপালে॥ যামিনী ফণি প্রাণ দংশিছে অভিপ্রায় হয়েছি হতপ্রায় তাহাতে। মরিবা গুণরাশি গগণ গৃহাসি ধরেছে শশী অসি যাহাতে॥ তুমি হে ব্রজরাজ ব্রজ জলধি মাজ নবীন দ্বিজরাজ হয়েছ। সেই কি গুণমণি কামিনী সরোজিনী বধিতে হে আপনি রয়েছ॥ হইয়া অনুকূল কর হে নিরাকুল নতুবা এ দুকূল যায় হে। তব করুণা বই এদাসীর গতি কই নহিলে স্থির নই কায় হে॥ নাথ হে নিজ গুণে বাঁচাও দাসী জনে মরি হে মনাগুণে ভাবিনে। দ্বিজ শ্রীনারায়ণ পদে লয়ে শ্র রণ কহে আর শমন ভাবিনে॥

শ্রীরাধিকার ভাব পরীক্ষার্থে দূতি প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ঔদাস্য

পয়ার। পড়িয়া প্রিয়ার লিপি প্রণয়ে বিহ্বল। প্রবল হইল মনে মনমথানল॥ যতনে নিবারে বারি নয়নে আগত। বদনে না স্ফুরে বাণী রোদনে আবৃত॥ চিন্তায় চকিত চিত না চলে চরণ। আরে একি ভাল আগে করি পরীক্ষণ॥ কি জানি কামিনী মনসহ

জে ভঙ্গুর। কখন কি ভাবে থাকে বুঝে কে চতুর॥ এলাগি উ দাস্য বাক্যে আগে প্রবোধিব। পরেতে যা হয় জানি আপনি সাধিব॥ এত চিন্তি চরাচর গুরু চারু ভাষে। প্রকাশে প্রমোদা প্রতি মৃদুং হাসে॥ কাহার এ লিপি বল কে তোমায় দিল। কি ভাবে কোন কামিনী কেন পাঠাইল॥ দূতি বলে বনমালী শুন সবিশেষ। বৃষভানু রাজবালা দত্ত এ নিদেশ॥ রাধানামে সে ললনা লাবন্যের রাশি। কাননে কেমনে হেরে সে ওমুখ শশী॥ অসহ্য মদন শরে হয়েছে দহন। বাঞ্ছে তব মুখ চন্দ্র সুধা বরিষণ॥ দাবানল পান করি রাখিলা গোকুল। তবে কেন কামানলে দহে গোপীকুল॥ তব লাগি নিরন্তর ঝোরে সে কামিনী। কাননে সাপিনী যেন হারাইয়া মণি॥ তাই জানাইতে আমি এসেছি হেথায়। যে হয় উচিত কর শুনিয়া কথায়॥ দূতি মুখে রাধানাম শুনিয়া নাগর। পুলকে পূরিল অঙ্গ হইল অধর॥ মুখেতে কপট করি কহেন মুরারি। একি কথা কহ সবে হয়ে কুল নারী॥ কুলবতী তার ইহা অযোগ্য করণ। নিজ পতি ছাড়ি পর পতিরে বরণ। হায় যদি তোমা সবে এমত হইবে। সাধ্বীর সাধ্বীতা বল কিরূপে রহিবে॥ পতি যদি রূপ গুণে হয় অতি হীন। তথাপি সতীর প্রতি সেব্য চিরদিন॥ সতী কি আপন পতি তেজে হীন হল্যে। হরিণী হরিরে কোথা ভজেছে তা বল্যে॥ নিশি কি শশীরে ছাড়ি ভজয়ে ভাস্করে। চাতকী কি ঘনবারি বিনা পান করে॥ না করং ধনি এহেন সাহস। অকলঙ্ক কুলে দেওয়া না হয় অযশ॥ যাহং যতনে নিবার সে ধনীরে। যুক্ত নহে হেন কর্ম্ম করা কামিনীরে॥ কৃষ্ণবাক্য শুনি বৃন্দা লজ্জিতা অধিক। ভাবে একি অবিনয় হইল হাধিক॥ সখীর ঝরিছে আঁখি সদা যার তরে। সে কেন ঔদাস্তবাণ হানিছে তাহারে॥ হায় কি কহিব প্রিয়া ধনীর নিকটে। ভাবিতে তাহার দুঃখ মরি প্রাণ ফাটে॥ সে যদি শ্রবণে শুনে এ ঔদাস্য বাণী। রবে না জীবনে তবে সে নব কামিনী॥ এইরূপ ভাবিং বৃন্দা সহচরী। চলিলা কানন তেজি যথায় কি

শোরী ॥ যাইতেং পথে নান্দিমুখী সনে। হইল সাক্ষাৎ শুভ য মুনা পুলীনে ॥ বৃন্দারে দেখিয়া নান্দিমুখী জিজ্ঞাসয়। কহ সখী কি নিমিত্ত দেখি খুন্নাশয় ॥ কি জন্যে কোথায় তুমি করেছ গমন। বি বরিয়া কহ শুনি সব বিবরণ ॥ বৃন্দা কহে নান্দি তুমি জানহ সকল। যে লাগি বিয়োগি রাই সদাই বিকল ॥ সেই আয়োজনে মোরা ফিরি জনেং। সংপ্রতি হে গিয়েছিলাম অশোক কাননে ॥ লইয়া রাধার লিপি কৃষ্ণেসমর্পিতে। হয়েছে অধিক লজ্জা চিত্তেতে পাইতে ॥ যার লাগি অনুরাগি সদা কমলিনী। সে কই তাহাতে রত হয় গো সজনি ॥ হায় কি বিধির বিধি বিধি নাহি তায়। যার জন্যে যে আকুল সে তারে না চায় ॥ যেমন রবির তাপে তাপিতা হইয়া। হংসিনী কমল ছায়া ফিরে অন্বেষিয়া। তাহে সে কমল হয়ে মারতে চঞ্চল। হংসীরে না দেয় নিজ ছায়া সুশীতল ॥ তেন রাই অনুরাগে পরবশ মতি। বাঞ্ছে শ্যামতমালের ছায়ায় বসতি ॥ সে যদি আপন ছায়া অবরোধ করে। তবে মোসবার বল আয়াসে কি করে ॥ এখন বলগো সখি কি করি উপায়। কেমনে জানাব শ্রী রাধারে অনুপায় ॥ তা হলে সে তনু নাহি করিবে ধারণ। কৃষ্ণঅনুরাগ তায় নহে সাধারণ ॥ ভাবে বুঝি নান্দিমুখী ভাবিছে তাহারে। উভয় সঙ্কটে বোধ হয় ব্যবহারে ॥ চল দেখি সখি তুমি রাধিকা ভবনে। আমি চলিলাম পুনঃ সে অশোক বনে ॥ গোপনে জানিব গিয়া কি তার আশয়। রাধার মনের বাধা মোদিগে না সয় ॥ এইহেতু পৌর্ণমাসী বিশেষ করিয়া। পাঠায়ে দিলেন মোরে কহি বিবরিয়া ॥ এত বলি উভয়েতে করিলা গমন। এশ্রীনারায়ণ দ্বিজ হেরিয়া মগন ॥

অথ বৃন্দার প্রত্যাগমনেশ্রীরাধিকার বিলাপ।

লঘুপত্রিপদী ॥ তবে বৃন্দাদূতী বিষাদিতমতি শ্রীমতী নিকটে গিয়া।

ভাবিয়া নিরাশ ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস কহে কত বিনাইয়া॥ ওগো ক মলিনী কেনগো মলিনী হলে এত তার লাগি। তুমি তাতে রত সেত তোমাগত হৈল কই অনুরাগী॥ হও ক্ষমাপন কর সমাপন প্রেম ব্রত অধ্যয়ন। কেন তার লাগি হও ক্লেশভাগী সুবিরাগী সর্ব্বক্ষণ॥ পর কি পরের জ্বালা অন্তরেরে জানে সখি জান তাই। বলি অতঃপর দেখ পূর্ব্বাপর কেহ পররত নাই॥ তুমি যত্ন পর আছ যারপর সেত পরভাবে মনে। তা নহিলে পর হেন কে অ পর পরকুরে স্ববচনে॥ সখীর এবাণী শুনি মনে জানি কমলিনী কেঁদে কয়। অভাগিনী জনে হইবে কিগুণে সদয় সে রসময়॥ সে ব্রজবল্লভ সহজে দুর্লভ বল্লভ রাজকুমার। এদাসীতে রত হইবে কি এত সুকৃত আছে আমার॥ তবে তাহে মন ধায় একেমন বুঝি বারে কিছু নারি॥ প্রেম আগে যান সেত স্থানাস্থান জানে কই সহ চরি॥ আমি যে তাহারে নয়ন মাঝারে হেরিয়া গো একবার। করেছি কি কায সে যে রসরাজ পাসরা না যায় আর॥ কিবা তার রূপ কেমন স্বরূপ মনে অপরূপ লাগে। সেরূপ হেরিয়া বিরূপ হইয়া কুলধনু ভয়ে ভাগে॥ নব জলধর স্ফুট ইন্দীবর ইন্দ্রনীল মণি ভাস। সে আনন শশী সুধু সুধারাশি হাসি সহ সুপ্রকাশ॥ সু চারু সাজনী শশী সৌদামিনী সমকালে সমুদিত। হেরি সেবিধান অবলার মান বাঁচা অতি সশঙ্কিত॥ কুল মণ্ডুকিনী ভুজ ভুজঙ্গিনী ভ্রূযুগবলনী তার। বঙ্কিম নয়নে চাহে যার পানে সে কেমনে বাঁচে আর॥ দিয়া কত নিধি নিরমিল বিধি কাম কলানিধি তায়। দেখি কালাচান্দে কমনীয় ছান্দে ধৈরয না রাহে কায়॥ কি করি সজনি দিবস রজনী তাহার বিচ্ছেদ বাণে। দহে তনুমন নহে নিবারণ ব্যাকুল হয়েছি প্রাণে॥ তাহার লাগিয়া ঝুরিয়াং আঁধল হইল আঁখি। কুল শীল মান তেজে অভিমান প্রাণ মাত্র আছে বাকি॥ আমি হে নবীনা না হই প্রবীণা তাহে পরাধীনা অতি। আরো অ নাহব পাছে অপযশ হয় বলে এসংপ্রতি॥ তাই ভাবি মনে বিরহ দহনে ত্যেজাগিব কলেবর। নতুবা এদেহে আর নাহি সহে জ্বালা

তন অতঃপর॥ সখিগো আমার বিনতি অপার এই করো কাল কালে। রসামৃত ধাম রময়ারি নাম শুনাইও শ্রবণমূলে॥ মোর তনু গত লয়ে পঞ্চভূত শ্রীকৃষ্ণের উপকারে। করিবে যোজন এই মোর মন সকলি কহিনু তোরে॥ এতেক বলিয়া কান্দিয়া২ অবশ হইলা ধনী। হাহা নাথ বলে পড়িলা ভূতলে যেন মণিহারা ফণি॥ সে রূপ নেহারি বৃন্দা সহচরী দুঃখেভরি অতিশয়। কহি বাক্য নানা ক রয়ে শান্তনা এশ্রীনারায়ণ কয়॥

অথ নান্দিমুখীর সহিত কাননে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ।

পয়ার॥ এখানে নাগর করি দূতীরে নিরাশ। অন্তরে হইল অতি অধিক হুতাশ॥ প্রবল হইল প্রিয়া বিরহ অনল। জ্বলন্ত অনল ঘৃতে যেমন উজ্জ্বল॥ প্রদীপ্ত শিখায় স্মর সদন নাশিল। সম্বরারি অরিভাবে সসৈন্যে সাজিল॥ মুহুর্মুহু মহাবেগে টানে শরা সন। হরি হাসে হাসে কত কুসুম কানন॥ পাইয়া স্বহায় সেই মধুপঝঙ্কার। বার২ কোকিলা ছাড়িছে হুহুঙ্কার॥ হানিছে বিষম শূল মলয় পবন। মদন শাসনে স্থির নহে অপঘন॥ বিপত্তি তারণ হরি বিপদে পড়িয়া। মরি২ হরি২ স্মরে কি লাগিয়া॥ অবিরল আঁ খিনীরে ভাসিছে হৃদয়। কি জানি কৃষ্ণের আজি কি ভাব উদয়॥ মণিহারা ফণী যেন নীরহারা মীন। নিশি হারা শশী যেন অতি দীন হীন॥ পড়িয়া ব্যাধের শরে কুরঙ্গ যেমন। অন্তরে কাতর অতি বিষণ্ণ বদন॥ বিষম বিষাদে বলে কেবাদ সাধিলে॥ কি সাধে এ সাধে মোর কৃশাণু জ্বালিলে॥ কে জানি দূষিল মতি মোর কি কা রণে। কেনবা কঠিন বাণী স্ফুরিল বদনে॥ বেধসব্যাধের সম হয়ে নিদারুণ। কেনবা করিলি হেরে একর্ম্ম দারুণ॥ রাজার রমণী

সেত সুখের সরণী। কেন বা করিলি বল তারে বিরহিণী॥ সহজে কুসুম সম তনু সে তাহার। কেমনে অতনুশরে বাঁচে সে আমার॥ দারুণ বিচ্ছেদ বাণ তাহাতে হানিলি। বিধি হয়ে বিধি নাহি কিছুই মানিলি॥ হায় কি করিনু আমি আপনা খাইয়া। চরণে ঠেলিনু মণি নিকটে পাইয়া॥ একে সে তাপিতা সদা বিরহ হুতাশে। দ্বিগুণ জ্বলিবে তাহা ঔদাস্য বাতাসে॥ কি হবে কেমনে সবে সে ঘোর যাতনা। সে দেহে সহিবে দুঃখ সেরূপে কত না॥ সতত তাপিত তাপে সে নব তরণী। পাছে অদর্শন নীরে মজে বা কি জানি॥ অথবা আমার শুনি ঔদাস্য ভারতী। তেজিবে পীরিতি পথে প্রথম আরতি॥ ভাঙ্গিলে সকলি পুনঃ হয় সংঘটন। প্রেমাঙ্কুর নাহি হয় কদাপি গঠন॥ মোর ভাগ্যে সে বৈরাগ্যে যদি মন ভেজে। কেমনে এমনে তবে করি বাস ব্রজে॥ প্যারী জীবনে তবে কোন্ প্রয়োজন। জীবনে জীবনে দিব বিনা সে জীবন॥ এরূপে সে রসরূপ কান্দিয়া আকুল। বিচ্ছেদ সাগরে ভাসে হারায়ে দুকুল॥ হেনকালে নান্দিমুখী নামেতে রমণী। রাধিকার প্রিয়তমা সে সহচারিণী॥ স্বভাবে সুন্দর সেত নবীনা যুবতী। রূপ হেরি রতি ভ্রমে ভুলে রতিপতি॥ আপনি জর্জ্জর হয় আপনার বাণে। মনোভ্রমে আপনারে অন্য বলি মানে॥ খঞ্জন গঞ্জন অতি গমন সুঠাম। কুসুম চয়নছলে ভ্রমিছে আরাম॥ তাহার বিমলরুচি বদন মাধুরি। হেরিয়া কিশোরী ভ্রমে প্রভু বনয়ারী॥ আয়াস বিহনে যেন মিলিল আকাশ। আকাশ ভাবিয়া শেষে ছাড়েন নিশ্বাস॥ অধিক হইলা তাতে অন্তরে কাতর। এদিক ও দিক চাহে হইয়া কাঁপর॥ দরহ আঁখি নীরে ভিজিছে বসন। হাকান্তে হাকান্তে বলি করিছে রোদন॥ নব জলধর তনু হইল অধর। ধরায় ধুলায় হয় সে কায় ধুসর॥ দূরে থেকে সেরূপ নিরখি নান্দিমুখী। ত্বরাত্বরি তোলে তারে হয়ে অতি দুঃখী॥ বলে হায় একি দায় এ কোন বিকার। কি হৈলহ বল শপথ আমার॥ তুমিত ব্রজের প্রাণ সবার জীবন। কি ভাবে এভাবে বসি করহ রোদন॥ শরদ

সুধাংশু জিনি বদন তোমার। মলিন হয়েছে কেন কহ গুণাধার॥ বহিছে প্রবল শ্বাস বাতাস সঘনে। নয়নের বারি কেন নিবার নয়নে॥ কানন নেহারি কেন হতেছ কাতর। মলয় পবনে তনু কাঁপে থর২॥ ব্যাধির লক্ষণ নাহি করি অনুমান। তাহে বিপরীত দেখি এ কোন বিধান॥ তোমার এভাব ভাবে কি ভাবে উদয়। জানিয়া প্রেমের ভাব দেখি সমুদায়॥ কোকিল ভ্রমর স্বরে নাহি স্বরে বাক। নিরখি নয়নে আজি হয়েছি অবাক॥ কৃষ্ণ বলে বিমলিনী কি কব তোমারে। অন্তরের জ্বালা যত জানে সে অন্তরে॥ আমার মনের দুঃখ কে আর জানিবে। এমন কে আছে বল তাহারে জানিবে॥ যার লাগি অবিরত ঝোরে দুনয়ন। তাহারে কি পুনরায় করিব দর্শন॥ কহিলে কহিতে হয় তাকে শক্তি নাই। একে আর হয় পাছে তাহাতে ডরাই॥ যে হউক সে হউক আমি কহিব তোমারে। কৃপা করে চাহ যদি তুমিহে আমারে॥ তার সম দেখি তব স্বরূপ লাবণী। অনুমান করি তার হইবে সঙ্গিনী॥ নহে কেন নয়নেতে তোমা নিরিখিয়ে। অতিশয় প্রীতিযুক্ত হইতেছে হিয়ে॥ কহিছে শ্রীনারায়ণ ওহে নটবর। বিবেচিত বল কোথা হয় অগোচর॥

নান্দীমুখীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের করুণা॥

বক্র চতুষ্পদী॥ কহেন নটবর রসিক গুণাকর অন্তরে ব্যাকুল হইয়া ভারি। ভাবেতে থর২ কাঁপিছে থর২ বহিছে ঝর২ নয়নে বারি॥ শুন লো সহচরি অহহ মরি২ কহিতে না পারি এক বদনে। আমার যত দুঃখ বিধাতা বৈমুখ অসুখে ফাটে বুক ভাবিলে মনে॥ সে দিন এই বনে আসিয়া সখাসনে হেরেছি স্বনয়নে এক রূপসী। শুনেছি বৃষভানু তনুজা সে তনু অতনু কৃশানু সেই ষোড়শী॥ আমার তনু মন সেঅবধি উচাটন হয়েছে জ্বালাতন

মদন বাণে। তাহারে পুনরায় না হেরে প্রাণ যায় বল কি করি হায় বাঁচি কেমনে॥ তাহার সে আনন শশাঙ্ক সুশোভন হেরি মোর নয়ন চকোর তায়। খাইতে সুধারস স্বরসে অনলস নাহিক মানে বশ সে আশে ধায়॥ বিশেষে সুনয়নি তার ভ্রুভুজঙ্গিনী দংশিল ও সজনি আমার বুকে। সবলে সে গরল হয়েছে সুপ্রবল করিতেছে বিকল মরিহে দুখে॥ তাহাতে মহৌষধি সে মুখ সুধানিধি বিহনে নিরবধি না হেরি আর। কি করি হায়২ হইল একি দায় বল না কি উপায় হইবে তার॥ শুন হে বলি আর আঁখি বিশিখ তার হেনেছে সে অধার আমার কায়। তাহাতে সহকারি হয়েছে সম্বরারি পাছে বা প্রাণে মরি বিহনে তায়॥ ফুটেছে ফুলকুল ছুটিছে অলিকুল যুটিছে আঁখি শূল তাহাতে মোর। কোকিলা কুহুরবে কুহরে কি হবে অপরে কি হইবে বিপদ ঘোর॥ কি কব হাঁগো সখি মোর এ পাপ আঁখি হেরিয়া ভুলে না কি সকৃত তারে। না জানি কত সুখে ভেসেছে মনসুখে ফেলেছে বহু দুঃখে সতত আমারে॥ আপন আঁখি মন যদি নহে আপন করিব কি এখন কহনা তাই। না দেখি অনুকূল হয়েছি বিয়াকুল ভাবিয়া কোন কূল নাহিক পাই॥ তুমি হে সুকুমারি তাহার সহচরি একেতু করে ধরি কহি তোমারে। না হেরে তার মুখ আমার যত দুঃখ দেখিলে কৌতুক কহিবে তারে॥ সে নব সুরঙ্গিনী মদন তরঙ্গিনী তব নিজ সঙ্গিনী তাহার কাছে। জানায়ে বিবরণ কর দুঃখ বারণ দ্বিজ শ্রীনারায়ণ হেরিবে পাছে॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নান্দিমুখীর আশ্বাস প্রদান॥

পয়ার॥ কৃষ্ণের বচন শুনি নান্দিমুখী কয়। জানিলাম যাবতীয় তোমার আশয়॥ আইমেনে একি কথা কহ বনয়ারি। শুনিয়া অন্তর কাঁপে লাজে পুড়ে মরি॥ সুশীল সদাগুণবান তুমি শুদ্ধমতি।

কখন না শুনি তব মুখে এ ভারতী॥ আজি কেন অকস্মাৎ হইছ এমন। স্বভাবে সুভাব হয়ে এভাব কেমন॥ কৃষ্ণ কন কমলিনী কর অবধান। কেমনে এমনে মনে করি সমাধান॥ অবিরত ঝুরে আঁখি তাহার লাগিয়ে। অধরের অভিলাষ সে সুরস পিয়ে॥ নিষেধিলে নাহি মানে কি করি উপায়। পড়িয়া প্রেম পাথারে প্রাণে বাঁচা দায়॥ কি কুক্ষণে দেখিয়াছি তাহার বদন। নয়নে লেগেছে যেন দলিত অঞ্জন॥ তুমি যদি নিরদয় রূপা প্রকাশিয়ে। মিলন করাও দোঁহে তবে প্রাণ জিয়ে॥ নতুবা তোমার আগে তনু তেয়াগিব। কি ফলে বিফল দেহ ধারণ করিব॥ এত বলি বনমালী হইলা আকুল। বিচ্ছেদ সাগরে পড়ি নাহি পায় কূল॥ শুনি মান্দি মূর্থা কহে কি কহ আমারে। কেমনে এমন কথা কহিব তাহারে॥ কুলের কামিনী রাই রাজার নন্দিনী। নিরখিতে যারে নাহি পায় দিনমণি॥ সখী সঙ্গে সদা থাকে ক্রীড়ারঙ্গ রসে। কখন এসব তার চিত্তে না পরশে॥ বয়সে নবীনা অতি পতিসঙ্গহীন। রত সে সুরত রসে নহে একদিন॥ নব ভুজঙ্গিনী যেন মন্ত্র নাহি শুনে। তেমন সে তাহারে ইহা কহিব কেমনে॥ বরঞ্চ ছলেতে ধরে আনি দিতে পারি। তথাপি বচনে কিছু প্রকাশিতে নারি॥ তাহে কোনমতে যদি পার ভুলাইতে। তবেই সফল যাহা ভাবিয়াছ চিতে॥ ইহার উপায় এক আছে হে সুন্দর। গোপ্য যাহা নাহি জানে বিধি পুরন্দর॥ নিশি যোগে বৃন্দাবন শোভা নিরখিতে। যাইবেন রাজবালা আজি অলখিতে॥ তথায় গোপনে তুমি করিলে নিবাস। হইলে হইতে পারে পূর্ণ অভিলাষ॥ মান্দির একথা শুনি আনন্দে শ্রীহরি। হইলা পুলকে পূর্ণ বিষাদ বিস্মরি॥ চাতক যেমন তৃপ্ত হয় ঘনাগমে। মধুপের মোদ যেন বসন্ত উদ্গমে॥ দরিদ্র রতন রাশি পাইলে যেমন। হইল উল্লাসী তেন নাগরের মন॥ বলে ধনি কি কহিলে কহ পুনরায়। বিধি কি সদয় আজি হইবে আমায়॥ যে সুখ দিলে হে তুমি একথা কহিয়া। বিনামূলে এ অধীনে রাখিলে কিনিয়া॥ যাহ২ বিধুমুখি স্ব সখী ভবনে।

করিবে যতন যাহে গতি হয় বনে ॥ আমিহ রজনী যোগে তথায় যাইব। তব কৃপাবলে মনানল নিবাইব ॥ হেনমতে কৃষ্ণে সম্ভাষ বাক্য কয়ে। চলে নান্দিমুখী সুখে রাধিকা নিলয়ে ॥ কৃষ্ণ লীলা রসোদয় সুধাসিন্ধু সার। কহিছে শ্রীনারায়ণ একবিন্দু তার ॥

অথ বৃন্দাবনে অভিসারার্থ শ্রীরাধিকার প্রতি নান্দীর উপদেশ।

ত্রিপদী ॥ এখানেতে বিনোদিনী বিরহেতে বিষাদিনী উন্মাদিনী কুরঙ্গিনী প্রায়। স্বকীয় গৃহ কাননে বিচ্ছেদ দাবদহনে ক্ষণেং দগ্ধ তনু তায় ॥ প্রিয় নর্ম্মসখী যত জ্বালপ্রায় সমাবৃত মনমথ ব্যাধের সমান। প্রফুল্ল কুসুম বাণে সমারোপি শরাসনে স্ব শাসনে শোধিছে সন্ধান ॥ কোকিলার কুহুরবে সদা আর্ত্ত উচ্চরবে সে রবে কে রবে স্থির হয়ে। ক্ষণেং সখীজনে সান্ত্বনা করে বিজনে আরো জনে বিফল জানিয়ে ॥ হেন কালে নান্দিমুখী হয়ে অতি সকৌতুকী প্রিয়সখী রাধার ভবনে। আসি কহে একি রাই দেখিয়া তোরে ডরাই হারাইং ভাবি মনে ॥ কি জন্যে বিচ্ছেদারণ্যে ভ্রমিছ ভূমিপতনা হেরি অন্যে ভীতি হয় অতি। উঠ প্রাণপ্রিয়সখি তোমার সৌভাগ্য শাখী কুসুমিত হৈলগো সংপ্রতি ॥ তুমি কান্দো যার লাগি সে হয়েছে সর্ব্বযোগী ক্লেশভাগী তোমার কারণে। নব ধারাধর অঙ্গ হেরিলে ভাবি আতঙ্ক অনঙ্গে হানিছে শরাসনে ॥ ভাবি তার মনাগুণ দুঃখিত হই দ্বিগুণ কিগুণ বিলম্বে ধনি আর। নিজাধর সুধাদানে বাঁচাও তারে নিদানে বৃন্দাবনে কর অভিসার ॥ কমলিনী মধু পিয়ে দিনমনি মত্ত হয়ে পশে গিয়ে দেখ সিন্ধুনীরে। পশ্চিম গিরিনিতম্ব করে করি অবলম্ব নিরলম্ব ভয়ে ধিরেং ॥ বরণ হৈল পাটল মদে অঙ্গ টলং ঢলং যুগলনয়ন। প্রতিচীবধূ হৃদয়ে প্রবা

লপদক হয়ে রত্নালয়ে হইল মগন ॥ তাহে মনে পেয়ে ভয় ভাষিছে বিহঙ্গচয় অতিশয় করি কোলাহল। প্রদোষ সমীর গতি ভরেতে চঞ্চল অতি তরু ততি হইয়া বিহ্বল ॥ পল্লব অঙ্গুলি দলে শঙ্কেত করিয়া বলে খগদলে স্বগৃহে যাইতে। নেজনা হনে সন্ধ্যা তেজি দিগ দিগন্তর থরেথর লাগিল ধাইতে ॥ দেখ পূর্ব্বদিগ ভাগে রঞ্জিয়া উদয় রাগে অনুরাগে করিয়া বিকাশ। উদয় অচলে আসি সদয় হইল শশী তমোরাশি করিতে বিনাশ ॥ মৃদুল কোমল করে প্রবেশি গবাক্ষ দ্বারে ঘরেং করে বিজ্ঞাপন। কিঙ্কর কামিনিগণ কিসে আছ নিগমন বিভূষণ পরহ আপন ॥ অস্ত গেল দিনমণি আগত হইল রজনী সজনি কি ভাবিতেছ আর। যদি সুখসিন্ধু পারে বাঞ্ছা আছে যাইবারে তবে কান্তে কর অভিসার ॥ দিনমণি অদর্শনে কমলিনী ক্লেশ মনে মলিনী হইল নিশামুখে। কুমুদিনী কান্ত পে য়ে প্রমোদিনী স্বহৃদয়ে উন্মাদিনী প্রায় হাস্যমুখে ॥ পতি ভয়ে নববধূ উদিত হেরিয়া বিধু মৃদুং চিন্তে চিন্তমাঝে। যত বিয় হিণীগণ বিষাদেতে নিমগণ নিরখে গগণ দ্বিজরাজে ॥ আরূঢ় যৌ বনা যারা পুলকে পূর্ণিতা তারা হেরি তারাপতিরে নয়নে। পতি সঙ্গ রঙ্গরসে অনঙ্গতরঙ্গে ভাসে রথাঙ্গ আতঙ্ক ভাবে মনে ॥ অত এব উঠ রাই চল বৃন্দাবনে যাই দেখাই তোমার মনচোরে। হবে পূর্ণ অভিলাষ পাইবে রাসবিলাস নাশিবে আয়াস ক্ষণান্তরে ॥ কৃষ্ণ তব অনুরাগে মনমথময় যাগে আগে গিয়াছেন ব্রতী হয়ে। তুমি করি পদার্পণ পূর্ণাহুতি সমর্পণ কর সুকুমারি বনে গিয়ে ॥ না ন্দীর এ কথা শুনি আনন্দে রাজনন্দিনী বলে ধনি কি বলিলি বল। কৃষ্ণ কি মোরে সদয় হবে হেন শুভোদয় কি আছে তেজহ সখি ছল ॥ নান্দিমুখী কয় সখি গাতোলোগো চন্দ্রামুখি আর কি ভাবি ছ মনেং। তোমারে কহিয়া ছল্ কি আছে আমার ফল শীঘ্র চল শ্যাম দরশনে ॥ সখীর শুনিয়া ভাষ হৈল হৃদয়ে উল্লাস পরি বাস ভূষণ সুন্দর। কৃষ্ণদরশন আশে সখী বৃন্দ আশেপাশে ঘেরি চলে যেন দ্বিজবর ॥

অথ বৃন্দাবনে শ্রীরাধিকার অভিসার ॥

তোটক ॥ বৃষভানু সুতা অতি হর্ষ ভরে। চলিলা বিপিনে হেরিতে নাগরে ॥ নব সঙ্গম রঙ্গ আবেগ অবশে। ভাসিছে মৃদু হাস বিকাশ রসে ॥ নব বিদ্যুত গঞ্জিত অঙ্গ ছটা। নিমিষে বরিষে মদনের ঘটা ॥ স্থল কোমল চারু পদাব্জমূলে। অলিবৃন্দ বিলুণ্ঠিত ভূমিতলে ॥ মণি মঞ্জীর সিঞ্জিত শোভে তাহে। কলহংস কলাপ বিমুগ্ধ যাহে ॥ শরদিন্দু বিনিন্দিত চারু নখে। চলিতে চরণে চপলা চমকে ॥ ঊরু মত্ত মতঙ্গজ সুণ্ড জিতি। রুচিরাংশুক তাহে সুশোভে অতি ॥ মৃগরাজ বিলজ্জিত মধ্যদেশে। মণি কিঙ্কিণী দাম দোলে বিশেষে ॥ করিশাবক শুণ্ড জয়ী সে করে। স্মর কল্পলতা কুল মান হরে ॥ পরিহাস পর অভিলাষ ধরা। গজগণ্ড জিনি কুচ ভার ভরা ॥ কবরী পরি চিত্রিত ফুল্লফুলে। যেন মণ্ডিত মেঘ বলাক কূলে ॥ নবরঙ্গিনী সঙ্গিনী শোভনিরে। বরবেণি ভুজঙ্গিনী দোলনিরে ॥ কত রঙ্গরসে চলিছে সকলে। বিধুমণ্ডল কোটি যথা ভূতলে ॥ রতিরাসবিলাস আশে যতনে। লইয়া কত সাধু সুদ্রব্যগুণে ॥ শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জ মাঝে পশিল। বিরহাকুল শূল তাহে খসিল ॥ শ্রীনারায়ণ কল্মষ তোট কথা। মধুরামৃত শীকর স্বাদু যথা ॥

অথ যমকাবলিতে শ্রীবৃন্দাবন বর্ণন।

কাঞ্চী যমক পয়ার ॥ বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত সর্ব্বগুণ বৃন্দাবন। বৃন্দাবন নাম বন বিশ্ববিলক্ষণ ॥ লক্ষণ লক্ষিত লক্ষ২ অবিকল। বিকল যাহার পুষ্পগন্ধে অলিদল। দলশাখা সুশোভিত সদা সুবিশাল। সাল তরু তাহে কত শত নত মাল ॥ তমাল হিন্তাল তাল তালীশ নি

কর। করঞ্জ কেশর শতং সুবিস্তর॥ তরতম নাহি তাহে যত গজাশন। আসন অর্জ্জুণ আম্রাতক সুরঞ্জন॥ জন মনোহর হয়ে শোভে সহকার॥ সহকার তুলনা ভুবন মাঝে তার। মাঝে তার বিরাজিত নব নব কুল। কদল বাদাম বিল্ব বিশাল সেমুল॥ সে মুল শোভিত নানাবিধ মণিগণে। গণে কেবা কত শোভা আছে সেই স্থানে॥ স্থনেং সুসজ্জিত যত কুরুবক। বক পুষ্প সহ কত প্রিয়ঙ্গু প্রিয়ক॥ প্রিয় করি যার মধু পিয়ে মধুকর। মধুকর বৃক্ষ তাহে শোভিত সুন্দর॥ দরশনে নয়ন নয়ন মন ধায়। ধায়কল তরু ততি তাহে শোভা পায়॥ পায়ং প্রমদার যে পায় প্রকাশ। কাশ পুষ্প সহ তথা অশোক বিকাশ॥ বিকাশ রয়েছে যথা সতত মাধব। ধব আদি তরু ততি তাহে অসম্ভব॥ সম্ভব মদন যাহে অন্তর রসাল। রসাল পাদপ পিক নাদ সুবিসাল॥ শুনি নাম সুগন্ধি সেবিত সর্ব্ব যাম। যাম আদি তরু ততি তথি অভিরাম॥ রামরম্ভা তরুতে শোভিত সেই স্থল। স্থলজ জলজ রাজি যাহে সুবিমল॥ মলয় মারুত ভরে সতত চঞ্চল। চঞ্চল না হয় কেবা হেরিয়া পাটল॥ টলং সু ধাতুরে সকল বাসক। বাস করে নাগেশ কিংশুক কদম্বক॥ কদম্ব কলিকা তাহে কত কৃষ্ণকেলি। কৃষ্ণকেলি যোগ্যতম হয় সেই স্থলী॥ স্থলীর কুসুম শতং সুশোভয়। ভয়ভাবে বিরহি যা হারে না হেরয়॥ রয় কত সুচারু চম্পক চমৎকার। কার সাধ্য হয় সেই শোভা বর্ণিবার॥ বারং গুঞ্জরে যাহাতে অলিগণ। গণনীয় নহে কত আছে পুষ্পবন॥ পবন বহিছে তাহে সদা মন্দ গতি। মন্দগতি পায় হেরি বিরহি যুবত

মহাকাঙ্ক্ষা যমক॥

যুবতীর তীরোভাব না হয় মদন। মদন সদন মদে সদা অচেতন॥ চেতন চেতন হবে কোকিলার রবে। রবে রবে কেবা

তার তবে স্থির ভাবে ॥ ভাবে২ ভাবিছে ভ্রমরা শুক শারী। সারি২ নাচিতেছে ময়ূর ময়ূরী ॥ উড়ি২ বুলিছে বুল২ বনমাঝে। মাঝে২ তারা কত সুখেতে বিরাজে ॥ রাজে রাজেশ্বর হয়ে যাহাতে শ্রীহরি। হরি২ তার শোভা কি বর্ণিতে পারি ॥ পারি পারিষদ যদি তার কৃপা করে। করে করে ধরিতে সধরাধর: ধরে ॥

অন্ত্যযমক ॥

গোবর্দ্ধন নামে তথা আছয়ে পর্ব্বত। বর্ণিতে তাহার শোভা অন্যের পর্ব্বত ॥ মণিময় হয় তাহে কত শৃঙ্গচয়। একাননে কেমনে তা করিব হে চয় ॥ নীল সিত অসিত জড়িত মণিগণে। নিরখি ত্রিলোকি তুচ্ছ মানে মুনিগণে ॥ উপরি পড়িত পরিষ্কার বনমালা। যার ফুলে হয় শ্রীকৃষ্ণের বনমালা ॥ নানাবিধ তরু তাহে শোভে সারি২। নিবসে রভসে বেশে যাহে শুক শারী ॥ হিন্তাল তমাল সাল প্রিয়াল রসাল। রসাল না হয় কেবা হেরিয়া রসাল ॥ তালতরু তাহে কত শত শোভা পায়। মাতিলে যাহার রসে লাগে পায়২ ॥ আসন অর্জ্জুণ আম্রাতক তরু ততি। শোভিতেছে মঞ্জুতর বঞ্জুল ব্রততি ॥ রহে কত স্থানে২ প্রফুল্লপলাশ। হেরিয়া বিরোহি যারে মানয়ে পলাশ ॥ সারি২ সুসজ্জিত যাবত অশোক। নিরখি নয়নে কেবা না হয় অশোক ॥ আর তাহে আছে কত পুষ্প নানা জাতি। গোলাপ গুলঞ্চ গন্ধরাজ যবা যাতি ॥ গুঞ্জরে মুঞ্জরী বেড়ি মধুপসকল। অনিল চঞ্চল ডালে কোকিল সকল ॥ শোভিছে সুন্দরতর সুমধুর কল। যে না দেখে তাহা কভু সে আঁখি বিফল ॥ হয় কত খনি মণি মনঃ শিলাময় ॥ হেরিলে না গলে কার মনঃশিলাময় ॥ শরভ শার্দ্দূল সিংহ শশাকাদি করি। বিহরে কুরঙ্গ তাহে তুরঙ্গম করী ॥ ঋভুগণে সঘনে সেবিত সে অচল। ভুবন বিজয়ী যাহে শোভা অবিচল ॥

সমপাদযমক॥ প্রভাকরে প্রভাকরে সদা প্রভা করে। খ ক্ষরে দহে দেহ দাহ খর করে॥ মৃদুগতি বহিতেছে তেজি মৃদু গতি। মন্দমতি সঙ্গী যেন হয় মন্দমতি॥ তরুণী তড়াগে রহে পরশি তরনি। সরণী শরণাগত হইল শরণী॥ সুধাকর বাঞ্ছে লোক আশে সুধাকর। ধারাধর না হয় সেকালে ধারাধর॥ জী বন তেজিল বাপী বিহনে জীবন। কানন কৃশানু সদা দহিছে ক নন॥ পঞ্চশর তেজিল কুসুম পঞ্চশর। ঝরং বহে দেহ ভূধরে নির্ঝর॥

পদাদিযমক। বরষে বরষে বরসার আগমনে। সুরসা সুরসা হত সলিল বর্ষণে॥ ঘনং চরেরত ভাবত অম্বর। সনং শব্দে বায়ু বহে নিরন্তর॥ চঞ্চলাং হেরি কেন হে চঞ্চল। শিখী শিখিবারে নৃত্য অচলে সঞ্চল॥ জলদেং সদা ভাবিছে চাতকী। কোবাং রবে তাকে ডাকিছে ডাহুকী॥ কমলা কমলদলে করে টলং। ভুবন ভুবন পাভে হইল শীতল॥ সুমনা সুমনা হয় যার গন্ধালবে। অগ অগ ণিত ফুল ধরেছে পল্লবে॥ পীয়ুং রব করি ডাকে পীয়ু পাখি। সে রবে সে রবে স্থির যে আছে কৌতূকী॥

মধ্য যমক॥ বিগত বরষা রসা তেজিল কর্দ্দম। আইল শরদ বুদ্ধ করি সে বিক্রম॥ হইল নির্ম্মল জল জলজ রাজিত। তটিনী তড়াগ রাগ তেজিল নিশ্চিত॥ নির্মল আকাশকাশ কুসুমে ধরণী। অধিক শোভিত ভীত যাহে বিরহিণী॥ বিকচ সেফালি কালি ক রিয়া অন্তরে। বিদরে বিরহি রহি মদনের করে॥ শোভিত সকল স্থল,স্থলজকমলে। সরসি বিরাজ রাজহংসদলে দলে॥ সুধাকর কর পেয়ে শোভিতা শর্ব্বরী। রহে কত তারা তারা শশধরে বেড়ি॥ কুমুদ কহ্লার হার হেন সরোবরে। শোভিত সুন্দর দরশনে চিত্ত হরে॥ শরদ সুষমা সমা হেরি বিরহিণী। প্রিয়ার বিরহে রহে হয়ে কাতরিণী॥

অন্ত্য যমক॥ শরদে শান্তি না করি আইল হেমন্ত। শাসনে শাস না রহে কি করে হেমন্ত॥ বহিছে পবন বন পরশি শীতল। শরীর পরশে যেন আসি অসিতল॥ শীতের বিক্রম ক্রম ক্রমে বৃদ্ধি হয়।

ক্রমে২ পরাক্রমে ত্যজে সূর্য্য হয়॥ না রহে উষ্ণতা আর প্রভাকর করে। কামিনীর কুচ উষ্ণ হয় করে২॥ স্বভাবে সুন্দর বড় ছিল দোষাকর। শীতলতা গুণে সে হইল দোষাকর॥ জগতের হিত কারী যে ছিল জীবন। হেমন্ত সামন্ত হয়ে সে নাশে জীবন॥ হেমন্ত দূষিছে তনু ভানু গুণশালী। সুপক্ক হইল ক্ষেত্রে কতবিধ শালী॥

পাদাদি পাদান্ত যমক॥ শিশির২ ধারা সংঘাতে সংঘাতে। ভুব২ প্রায় নাশে হাতে২॥ দিবা দিবাপতি জবাপুষ্প ছবি২। পদ্মিনী২ প্রেমে খেদে রবি২॥ তাতে২ তনুমন উত্তরে২। রবে২ কেবা আর দুখ হরে২॥ থুরু২ দেহ শীতে কাঁপে থরু২। দরু২ বিরহিনী নেত্র ঝরে২॥ বনে২ সবে তারা সপুরুষে রূষে। খেদায়২ যেন শ্বান ভুষে ভুষে॥ সদা সদাগতি গতি করে বনে২। গুমরে২ তারা পোড়ে মনে২॥ কামিনী২ প্রিয় প্রিয়বাসে বাসে। শয়নে২ রহে অনিরাশে রাসে॥

সমার্দ্ধ পাদযমক॥ আইল মধুর অতি মধুর রজনী। আইল কি হৈল বলে কান্দে বিরহিণী॥ পলাশ পাটল আদি ফুটিল কুসুম। পলাশ সামন্ত প্রায় বিরহিবিষম॥ অশোকে বাড়ায় শোক কাঁপায় চম্পকে। অশোকে রহিবে কিসে প্রিয়াহীন লোকে॥ কামিনী কুটজ আদি ফুটে ফুল কুল। কামিনী একান্ত কান্ত বিরহে ব্যাকুল॥ প্রিয় কলনাদে যাহে গুঞ্জে অলিদল। প্রিয়ক পিয়াল আদি ফুটিল সকল॥ রসাল পল্লব সব হৈল মুকুলিত। রসাল হইল যত রসিকের চিত॥ বনপ্রিয়গণ সদা তাহাতে বিহরে। বনপ্রিয় নহে যার কান্ত দেশান্তরে॥ জগৎপ্রাণ বহিতেছে মলয় পরশি। জগৎপ্রাণ নাশে যেন মদনের অসি॥ এ শ্রীনারায়ণ সুখ বিলাস সদন। এ শ্রীনারায়ণ দ্বিজ হেরিয়া মগন॥

অথ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার অভিনব মিলন॥

লঘুত্রিপদী॥ এখানে নাগর রসিক শেখর নটবর শিরোমণি। রজনী অভিলাষে সুধাংশু প্রকাশে কাননে পশে আপনি॥ জিনি

কান্তিকাম একে সে সুঠাম নব ঘনশ্যাম তনু। তাহাতে বিশেষ না বর বেশ পরিবেশে যেন ভানু॥ হয়ে কুতুহলি মধুর মুরলী আলাপে করেন গান। পশুপাখি আদি সবে নিরবধি সেরবে হারায় জ্ঞান॥ প্রিয়া আগমন পথে রাখি মন গমন সংগীত রসে। খগপদ রবে প্রিয়াপদ ভাবে ভাসে সদা প্রেমোল্লাসে॥ ক্ষণে চারি ভিতে নিরখে নিভৃতে ক্ষণে চিতে উৎকণ্ঠিত। ক্ষণে মোহ পায় ক্ষণে কভু ধায় ক্ষণে তনু বিলুণ্ঠিত॥ একরূপে শ্রীহরি কানন ভিতরি বিভাবরি করে ক্ষয়। হেনই সময়ে প্রবেশে আসিয়ে যতেক গোপিনী চয়। যেন চান্দমালা ঘেরিয়া চপলা প্রকাশ করে গগণে। তেন রাই সনে সহচরীগণে প্রবেশে নিকুঞ্জ বনে॥ রাইরূপ হেরি সেরূপে শ্রীহরি হরিষেতে সমাকুল। করি সমাদর কহে নটবর নিজে হয়ে অনুকুল॥ এস্থর ধনি ওবিধুবদনি এ ঘোর রজনী যোগে। আসিতে অরণ্যে কতনা সে জন্যে ক্লেশ পেলে হৃদি যোগে॥ মরি মরি যে পদ নিন্দে কোকনদ যে দ্বিরদ সম যায়। সে পদ সরোজে কত বনমাঝে ব্যথিত হয়েছে হায়॥ কহিয়া এমত পুলকে পুরিত মনমথ বিদ্ধ হয়ে। সমাদর করি রাইকর ধরি রাখিতে চাহে হৃদয়ে॥ তাহে সুকৌতুকী রাধিকার সখী কহে একি নটবর। রজনী সময়ে রমণী পাইয়ে কেন কর সমাদর॥ কি জন্যে আবার এ কু ব্যবহার করিতে কর মানস। কুলনারী জনে কেন হে বিজনে করিতে চাহ পরশ॥ ওহে ব্রজরাজ একি তব কায হেরি লাজ পাই সবে॥ পরের রমণী পেয়ে কি অমনি রজনীতে পরশিবে॥ হইয়া রসিক এত সাহসিক কর্ম্ম সমুচিত নয়। যে চাহে তোমারে ভজিলে তাহারে জানি বিধিমত হয়॥ মোরা কুলবতী নিজ২ পতি ভিন্ন কভু নাহি জানি। তাহে কিহে হরি স্পর্শি কুলনারী করিবেহে কলঙ্কিনী॥ কন রসময় ওগোপিকাচয় কেন ভয় ভাবে মনে। কহিছ যেরূপ আমি না সেরূপ স্বরূপ কহি বচনে॥ পরনারী অঙ্গ পরশিতে রঙ্গ নাহি জাবিতঙ্গ মোর। তবে নিজ ধন যে করে হরণ ধারণ করি সে চোর॥ তোমাদের সখী এই সুধামুখী বিলোকি অপাঙ্গ কোণে।

ছলে মোর মন করিল হরণ ভ্রমি সেই অন্বেষণে॥ বিধি অনুকূল হয়ে আজি কূল দিল সে আকুল হেরি। এহেতু যতনে সে চোর রতনে ধরিতে মানস করি॥ রাই কহে ধনি কি বলে সজনি শুন ঐ বাট পার। নিজে চুরি করি করিয়া চাতুরি সাধু হয় সে আবার॥ বসিয়া কান্তারে মুরুলীর দ্বারে চুরি করে যে দিবসে। অবলার কুল লজ্জাদি সকুল ব্যাকুল করয়ে শেষে॥ মোরা সে লাগিয়া গৃহ তেয়াগিয়া নি শিতে কাননে পশি। যারে চাহি ধার সে চাহে উধার শুনি মুখে পায় হাসি॥ কন বনমালী ছাড় চতুরালি মুরুলী কি চুরি জানে। অন্ত সারহীন যেহ চিরদিন ছিদ্রময় স্থানে২॥ তথাপি সে যদি লজ্জা কুল আদি চুরি করে ইহা হয়। চাহিলে সে ধন করে না নিধন ফিরি দেয় সমুদয়॥ তোমাদের সখী যার যাহা নাকি চুরি করে একবার। সে যদি তাহারে চাহে বারে২ সে কি ফিরে দেয় আর॥ দেখ নি জ মুখে হরেছে কৌতুকে পূর্ণচন্দ্র কান্তি ভর। সেই পদ দ্বয়ে প ড়িয়া বিনয়ে রহিয়াছে শশধর॥ স্বনয়ন কোণে খঞ্জন নর্ত্তনে তব সখী হরিয়াছে। সেলাগি সতত হয়ে উনমত ফিরে পদ পাছে২॥ সখীর কবরী করিয়াছে চুরি চমরীর পুচ্ছ দেশ। সভয়ে হরিণী তেজিয়া ধরণী শশাঙ্কে করে প্রবেশ॥ স্বকর কমলে স্থল শতদ লে করিয়াছে শোভা হীন। তাহে পেয়ে ভয় নলিন নিচয় জলে রহে চিরদিন॥ নিজ ভুজফণী হরে ভুজঙ্গিনী গণের সৌন্দর্য্যভর। হেরে ভয় মনে মতঙ্গজগণে করে ধূষরিত কর॥ ও কুচ যুগল হরে অবিকল দাড়িম্ব চারুতা সার। তাহে পেয়ে দুঃখ অবনত মুখ হৃদ হয়ে হয় বিদার॥ রাইকণ্ঠরব চুরি করে সব কুহু কণ্ঠ কণ্ঠ ধ্বনি। সেহ সে লাগিয়া গৃহ তেয়াগিয়া ফিরে সদা এ অবনী॥ এরূপে সুন্দরী যত যার চুরি করিয়াছে সুচারুতা। সাধিলে যতনে শরলতা মনে ফিরিয়া দেয় কি সে তা॥ শ্রীকৃষ্ণের বাণী শুনিয়া গোপিনী রাখানে নাগর রাজে। অহে নান্দিমুখী হইয়া কৌতুকী কহিতেছে কথা লাজে॥ ওহে নটবর শুনি অতঃপর যে যত তস্কর হয়। মদন ভূপতি বিচারে সংপ্রতি হইবে তা পরিচয়॥ এ মদন কুঞ্জে সুকুসুম পুঞ্জে

গুঞ্জে দেখ মধুকর। বাদি প্রতিবাদী গণে নিরবধি ডাকিছে মদন চর॥ দেখ অনুকাল কোকিল কোটাল কুকারিছে উচ্চস্বরে। চল কুঞ্জ মাঝে মদন সমাজে বিবাদ ভঞ্জন তরে॥ তবে এত বলি সঙ্গ লয়ে যেলি প্রবেশে নিকুঞ্জ মাঝ। প্রিয়া সঙ্গ পেয়ে আপন হৃদয়ে সুখী হইলা রসরাজ॥ মিলন সলিলে বিরহ অনলে সে কালেতে নি বাইল। হরষিত হৃদে প্রেম মহা হ্রদে মোদপদ্ম প্রকাশিল॥ দোঁহে দোঁহা হেরি নয়নের বারি প্রেমে নিবারিতে নারে। কৃষ্ণ অনাশঙ্কে হৃদয় পালঙ্কে বসাইলা ললনারে॥ সখী বৃন্দ মেলি হয়ে কুতুহলী করে জয়২ রব। আকাশ দিগন্ত অবনীর অন্ত হেরে সুখময় সব॥ খগ মৃগদল আনন্দে বিহ্বল সে যুগল রূপ হেরি। এ শ্রী নারায়ণ করিয়া স্মরণ ভাসায় সুখের তরি॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার বিনয়॥

অর্দ্ধাঙ্গ চতুষ্পদী॥ পেয়ে নৃপতি নন্দিনী নাগর রাজে। হয়ে হরষিত মতি নবীন যুবতী রসবতী অতি হৃদয় মাঝে॥ হেরে অ নিমিখে শ্যাম বঁধুর রূপ। কিবা জিনি নবঘন বরণ চিকন ভুবন মোহন রসের কুপ॥ হেরি আঁখি মন সব ভুলিলে তায়। হয়ে অতি সুচঞ্চল রসে টলং ভাবে চলং সকল কায়॥ ধরি সবিনয়ে প্রাণ নাথের করে। বলে সুমধুর ভাষে ভাসে প্রেমাবেশে মানসে বিশে ষ রভস ভরে॥ ওহে সুনাগর বর রসিক রাজ। আমি হয়ে কুল বালা অখলা সরলা যৌবনের ডালা সপিনু আজ॥ তুমি এই করো বঁধু রেখো গোপনে। মোরে হইয়া সদয় কৃষ্ণ দয়াময় যেন রসময় কেহ না জানে॥ আমি নব তরী তুমি নব কাণ্ডারী। দেখি এ প্রেম তরঙ্গ দেখো হে ত্রিভঙ্গ দিওনাক ভঙ্গ হে বংশীধারি॥ তোঁ হে কুলশীল সব দিলাম দান। যেন অনাথিনী বলে অকুল সলিলে ফেলোনাক ঠেলে বংশী বয়ান॥ আমি ব্রজবালা তুমি ব্রজের প্রাণ। দেখ ওহে গুণাধার মিনতি আমার এই বারেবার রেখ হে

মান ॥ তবে এত শুনি রাই ধনীর মুখে। হাসি কহেন মুরারি ভাল হে কিশোরী পরাণ পিয়ারী লইয়া বুকে ॥ ঘন বদন চুম্বন করেন হরি। হেরি সঙ্গিনী সকলে বাহিরেতে চলে চন্দ্ররাজ বলে বিনয় করি ॥

অথ সম্ভোগান্তর লীলা ॥

পয়ার ॥ রতিরঙ্গ সাঙ্গ করি রঙ্গে রসময়। পালঙ্কে বসিলা অতি প্রসন্ন হৃদয় ॥ বিভিন্ন ভূষণ গণ ছিল স্থানে২। মনরঙ্গে রাই অঙ্গ সাজান আপনে ॥ সহচরীগণে সবে আসিয়া মিলিল। হেরিয়া দোঁহার শোভা হরিষে ভাসিল ॥ ক্লান্ত দেখি কমলাক্ষে কোন সখী জন। যতনে করিছে ঘন চামর ব্যজন ॥ সুরস সন্দেশ কেহ আনে ত্বরাকরি। চিনী ফেণী ছানা পানা মিঠাই মিছরি ॥ জেলাপি নবাত ওলা উপলা রস্করা। খাজা গজা ক্ষীর পুরী মণ্ডা মনোহরা ॥ শীতল সলিল আনে কর্পূর বাসিত। বাটাভরা মিঠা পান পরম ললিত ॥ এলাচী লবঙ্গ আদি কত থরে২। জয়ত্রী জয়ানী যায়ফল সহকারে ॥ আতর চন্দন চুয়া কুঙ্কুম কস্তুরী। যতনে যোগায় কেহ গোলাপ গর্গরী ॥ মাধবী মালতী যাতি ফুলে গাঁথি মালা। সত্বরে সজায় কেহ কনকের ডালা ॥ রাই সহ রসরাজ জলযোগ করি। একাসনে দুজনে বসিলা হাস্য করি ॥ সহচরীগণ সুখে তাম্বুল যোগায়। সুগন্ধি শীতল দ্রব্য লেপে কেহ গায় ॥ সম্পুট হইতে মালা করিয়া গ্রহণ। পরিলেন দুইজনে হয়ে হৃষ্ট মন ॥ দোঁহে দোঁহাকার রূপ হেরে অনিমিখে। পড়িয়া প্রমোদ নীরে আঁখি না পলকে ॥ দুই জনে পরস্পর বাক্যের কৌশল। কন কমলিনী হয়ে আনন্দে বিহ্বল ॥ প্রাণনাথ তোমা সহ পুনশ্চ আমার। মিলন হইবে কবে কহ গুণাধার ॥ এমন সুদিন মম আর কি হইবে। ও মুখ সুধাংশু সুধা রসনা পাইবে ॥

মোর সম কত দাসী আছয়ে তোমার। এদাসীর তোমা ভিন্ন গতি নাহি আর॥ সেই নিবেদন মোর তোমার চরণে। দয়া না ছা ড়িও নাথ এঅধিনী জনে॥ কৃষ্ণ কন কমলিনি কি কব তোমারে। জনমের মত তুমি কিনেছ আমারে॥ কখন তোমার ধার শুধিতে নারিব। অনুগত হয়ে রব যাবত বাঁচিব॥ আপনার বলি মো রে জানিহ নিশ্চিত। নিতান্ত তোমার আমি প্রেমেতে চিহ্নিত॥ কৃষ্ণলীলা রসোদয় সুধা সিন্ধুসার। কহিছে শ্রীনারায়ণ এক বিন্দু তার॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে শ্রীরাধিকার বিদায়॥

পয়ার। এরূপে সে রসকূপ রাধিকা সঙ্গতি। শয়নে শয়নে সু খে আছেন দম্পতি॥ হেন কালে কলানিধি চলে অস্তাচলে। শুক তারা আসি প্রকাশিল ব্যোমতলে॥ কল২ করে যত কোকি লের গণ। ময়ূর ময়ূরী নাচে খঞ্জনী খঞ্জন॥ গান করে শারী শু কে সুখেতে বিহ্বল। কল নাদে কপীকুল কুপিত কপোল॥ কুসু ম কানন কত হইল প্রকাশ। কুমুদ কাননে যত মধুপ নিরাশ॥ সরসে সরসীরুহ সকল ফুটিল। পরিত হরিত তমো দূরেতে ছুটি ল॥ রাই উঠ বলি ঘন ডাকিছে শারিকা। শুনিয়া চকিতা ধনী চমকে রাধিকা॥ বলে উঠ প্রাণনাথ পোহায় রজনী। ঐশুন কোকিলা হে করিতেছে ধ্বনি॥ শশী গেল নিজ স্থানে সুখ নিশি ল য়ে। তরুণ অরুণ এলো নিকরুণ হয়ে॥ কুমুদ কামিনী তাহে তা পিনী হইল। কমল কাননে সুখে খেলিতে রহিল॥ সারস সুস্বর করি ডাকিছে আবার। তাই বলি প্রাণ বঁধু উঠ এক বার॥ যদি ভা গ্যে বশে পুনঃ হয় বিভাবরী। নয়নে হেরিব তবে ওরূপ মাধুরী॥ এতেক রাধার বাক্য করিয়া শ্রবণ। কহিছেন তাঁর প্রতি মদন মোহন॥ দৃঢ় আলিঙ্গন করি বদন চুম্বিয়া। রজনী বিচ্ছেদে অ তি কাতর হইয়া॥ কি বলিলে বিধুমুখি যাইবে কি ঘরে। শুনিয়া

তোমার কথা হৃদয় বিদরে ॥ তুমি মম প্রাণধন নয়নের তারা। কেমনে বাঁচিব বল হয়ে তোমা ছাড়া ॥ পলকে প্রলয় হয় তোমা না দেখিয়ে। এচারি প্রহর দিবা কিসে রব জীয়ে ॥ ওমুখ সুধাংশু সুধা নিপান বিহনে। নয়ন চকোর মোর বাঁচিবে কেমনে ॥ বিধি কি সদয় হয়ে বাসনা পূরাবে। এমন সুখের নিশি আজি না পোহাবে ॥ রাই কহে কি করিব কহ গুনমণি। কেমনে রহিব দিনে হইয়া রমণী ॥ আমি কুলবালা একে নবীনা যুবতী। ঘরে গুরুজন তাহে দুরুজন অতি ॥ তাদের নিকটে পাছে প্রকাশ পাই যে। তোমা হেন গুণনিধি হারাইব হেলে ॥ অতএব আসি ব লো ও বিধুবদন। বিলম্ব না সহে নাথ থাকিতে এখন ॥ এত ব লি বিনোদিনী শ্যাম গলে ধরি। বদন চুম্বন করি চলিল সুন্দরী ॥ পুনঃ২ ফিরে২ হেরে কালরূপ। মরম রহিল বান্ধা গেল সে স্বরূপ ॥ এইরূপে নিত্য২ নাগরী নাগর। বৃন্দাবনে রসকেলি করে নিরন্ত র ॥ প্রথম বিভাগ এই হৈল সমাপন। কাল পেলে অন্য কিছু করিব বর্ণন ॥ রসজ্ঞ পণ্ডিতগণে বিনতি আমার। ছন্দোগত দো ষ কিছু না করি বিচার ॥ বাক্য সরসতা গুণ অবলম্ব করি। গ্রহণ করুণ সবে এই বাঞ্ছা ধরি ॥ একোনবিংশতি বর্ষ আপন বয়সে। রচিয়াছি এই কাব্য প্রবল সাহসে ॥ অতএব বালকের যত কিছু দোষ। ক্ষমাপন করি সবে হবেন সন্তোষ ॥ কৃষ্ণ লীলা রসোদয় সুধাসিন্ধু সার। কহিছে শ্রীনারায়ণ এক বিন্দু তার ॥

ইতি প্রথম বিভাগ সমাপ্তঃ ॥